

**5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS**

PHILOSOPHY



West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS
PHILOSOPHY



**West Bengal Council of Higher Secondary
Education**

Vidyasagar Bhavan

9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

Published by :

West Bengal Council of Higher Secondary Education

Published on :

October, 2020

Printed By :

Saraswaty Press Limited

(West Bengal Government Enterprise)

Price : Rs. 40.00



পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২ ব্লক ডি.জে. সেক্টর-২ সল্টলেক সিটি

কলকাতা-৭০০০৯১

নং : L / PR / 156 / 2020

তারিখ : 10.10.2020

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে এবং সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম ২০১৫-২০১৯ এই পাঁচ বছরের ইংরেজী, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি এবং সোসিওলজি এই ৯টি বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বই প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের অসুবিধে এবং ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে সংসদের এই উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে সংসদ বর্তমান সিলেবাসের Sample Question সহ Question Pattern, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'Concepts with Sample Question and Solution' এবং Mock Test Papers প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের আশা এই বইগুলির মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হবে।

মহুয়া দাস

সভাপতি

পঃ বঃ উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ

সূচিপত্র

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS PHILOSOPHY

Year	Page No.
2015 (Part-A & B)	1-13
2016 (Part-A & B)	14-31
2017 (Part-A & B)	32-46
2018 (Part-A & B)	47-61
2019 (Part-A & B)	62-79

Philosophy

২০১৫

বিভাগ-ক

১) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ৮×৫ = ৪০

ক) উদাহরণসহ বাক্য ও বচনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৭ সালের উত্তর দেখো।

অথবা,

নীচের বাক্যগুলি তর্কবিধানসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো ও তাদের কোন্ কোন্‌পদ ব্যাপ্য ও অব্যাপ্য তা উল্লেখ করো। ২×৪

(i) সাদা হাতি আছে।

L.F. কোনো কোনো হাতি হয় সাদা প্রাণী (1)

প্রদত্ত বচনে উদ্দেশ্য পদ 'হাতি' এবং বিধেয় পদ 'সাদা প্রাণী উভয়েই অব্যাপ্য।

(ii) রাজনীতিবিদরা কদাচিৎ সৎ হন।

L.F. কোনো কোনো রাজনীতিবিদ নয় সৎ ব্যক্তি (0)

প্রদত্ত বচনে উদ্দেশ্য পদ 'রাজনীতিবিদ' অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ 'সৎ ব্যক্তি' ব্যাপ্য।

(iii) নিরামিশাষী বাঘ নেই।

L.F. কোনো বাঘ নয় নিরামিশাষী প্রাণী (E)

প্রদত্ত বচনে উদ্দেশ্য পদ 'বাঘ' এবং বিধেয় পদ 'নিরামিশাষী প্রাণী' উভয়েই ব্যাপ্য।

(iv) কেবলমাত্র দার্শনিকরা সুখী।

L.F. সকল সুখী ব্যক্তি হয় দার্শনিক (A)

প্রদত্ত বচনে উদ্দেশ্য পদ 'সুখী ব্যক্তি' ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ 'দার্শনিক' অব্যাপ্য।

খ) আবর্তন কাকে বলে? আবর্তনের নিয়মগুলি উদাহরণসহ উল্লেখ করো। A
বচনের সরল আবর্তন হয় না কেন?

উত্তরঃ এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ২০১৭ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

২+৪+২

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরের জন্য ২০১৪ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

A বচনের সরল আবর্তন সম্ভব নয়, কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়। নীচের উদাহরণের সাহায্যে A বচনের সরল আবর্তনের বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হলঃ

যুক্তিবাক্যঃ সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব (A)

সিদ্ধান্তঃ সকল মরণশীল জীব হয় মানুষ (A)।

A বচনের আবর্তনের উপরের উদাহরণটি অবৈধ কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে। ঐ নিয়মে বলা হয়েছে, যে পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না। এখানে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ ‘মরণশীল জীব’ A বচনের বিধেয় হওয়ায় ব্যাপ্য হয়নি। কিন্তু সেটি সিদ্ধান্তে উদ্দেশ্য হওয়ায় ব্যাপ্য হয়েছে। এইভাবে বৈধতার নিয়মটি লঙ্ঘিত হওয়ায় উক্ত বচনের সরল আবর্তনের উদাহরণটি অবৈধ।

অথবা,

নীচের বাক্যগুলির আবর্তন ও বিবর্তন করো (তর্কবিধানসম্মত বচনের মাধ্যমে) ২×৪

(i) সাধারণত মানুষ হয় দয়ালু।

L.F. কোনো কোনো মানুষ হয় দয়ালু ব্যক্তি (I)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো কোনো দয়ালু ব্যক্তি হয় মানুষ (I)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো মানুষ নয় অ-দয়ালু ব্যক্তি (O)

(ii) বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই।

L.F. কোনো বর্গক্ষেত্র নয় বৃত্তাকার ক্ষেত্র (E)।

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো বৃত্তাকার ক্ষেত্র নয় বর্গক্ষেত্র (E)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ সকল বর্গক্ষেত্র হয় অ-বৃত্তাকার ক্ষেত্র (A)

(iii) সব সাধু ধার্মিক নয়। L.F. কোনো কোনো সাধু নয় ধার্মিক ব্যক্তি (O)।

সুতরাং, আবর্তিতঃ O বচনের বৈধ আবর্তন হয় না।

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো সাধু ব্যক্তি হয় অ-ধার্মিক ব্যক্তি (I)

(iv) প্রত্যেক কবি হন দার্শনিক।

L.F. সকল কবি হয় দার্শনিক (A)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো কোনো দার্শনিক হয় কবি (I)

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কবি নয় অ-দার্শনিক (E)

গ) নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিতে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থানের উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করোঃ 8+8

(i) সে কাপুরুষ কেননা সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীরা সর্বদাই কাপুরুষ।

উত্তরঃ প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যৌক্তিক আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল মিথ্যাবাদী হয় কাপুরুষ (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ সে হয় মিথ্যাবাদী (A)

সিদ্ধান্তঃ সে হয় কাপুরুষ (A)।

সংস্থানঃ প্রথম, মূর্তিঃ BARBARA

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি বৈধ কেননা এখানে ন্যায়ের বৈধতার সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছে। এই অনুমানের হেতুপদ ‘মিথ্যাবাদী প্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ পক্ষপদ ‘সে’ সিদ্ধান্তে যেমন ব্যাপ্য হয়েছে তেমনি সেটি পক্ষ যুক্তিবাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। হেতুপদের অবস্থান অনুযায়ী এটি প্রথম সংস্থানের বৈধ BARBARA মূর্তি।

(ii) সব চকচকে বস্তুসোনা নয়, হীরে সোনা নয়। সুতরাং, হীরে চকচক করে না।

উত্তরঃ প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যৌক্তিক আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্য কোনো কোনো চকচকে বস্তু নয় সোনা (O)

অপ্রধান যুক্তিবাক্য কোনো হীরে নয় সোনা (E)

সিদ্ধান্ত কোনো হীরে নয় চকচকে বস্তু (E)

সংস্থানঃ দ্বিতীয়, মূর্তিঃ OEE

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি অবৈধ কেননা এখানে ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। বৈধতার ঐ নিয়মে বলা হয়েছে ‘দুটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে কোনো বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে প্রধান যুক্তিবাক্য হল বিশেষ নঞর্থক বচন এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য হল সামান্য নঞর্থক বচন। এইভাবে দুটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসরণ করায় অনুমানটি অবৈধ হয়েছে এবং সেখানে নঞর্থক যুক্তিবাক্য জনিত দোষ দেখা দিয়েছে।

অথবা,

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

8+8

(i) অব্যাপ্য হেতু দোষ

উত্তরঃ নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়মে বলা হয়েছে ‘হেতুপদকে অন্তত একবার ব্যাপ্য হতে হবে। যদি কোনো ন্যায় অনুমানে দেখা যায় যে হেতুপদ তার উভয় অবস্থানের মধ্যে একবারও ব্যাপ্য হয়নি তবে সেই ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হবে এবং তাতে অব্যাপ্য হেতু দোষ দেখা দেবে। নীচের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হলঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল বিপ্লবী হয় মার্কসবাদী (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ রামবাবুহয় মার্কসবাদী (A)

সিদ্ধান্তঃ রামবাবু হন বিপ্লবী (A)।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটিতে অব্যাপ্য হেতু দোষ ঘটেছে। এখানে হেতুপদ ‘মার্কসবাদী’ প্রধান এবং অপ্রধান উভয় যুক্তিবাক্যেই বিধেয় পদের স্থানে বসেছে। এর ফলে কোনো ক্ষেত্রেই হেতুপদ ব্যাপ্য হয়নি। এইভাবে ন্যায় অনুমানের উপরের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ায় ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হয়েছে এবং তাতে অব্যাপ্য হেতু দোষ দেখা দিয়েছে।

(ii) দুটি আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হলে তার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না।

উত্তরঃ বৈধ নিরপেক্ষ ন্যায়ের একটি হেতুবাক্যকে অবশ্যই সদর্থক হতে হবে। নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয়। প্রধান হেতুবাক্য নঞর্থক হলে সেখানে হেতুপদের সঙ্গে সাধ্য বা প্রধান পদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। তেমনি অপ্রধান হেতুবাক্য নঞর্থক হলে সেখানে হেতুপদের সঙ্গে পক্ষ বা অপ্রধান পদের সম্পর্ক থাকে না। এর ফলে, হেতুবাক্যে হেতুপদটি সাধ্য ও পক্ষপদের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ না হওয়ায়, হেতুপদের সহায়তায় সিদ্ধান্তে পক্ষপদ ও সাধ্যপদের মধ্যে কোনোরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে ন্যায়ের একটি হেতুবাক্যকে সদর্থক হতেই হবে। কোনো ন্যায়ে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হলে ন্যায়টিতে যে দোষ হয় তার নাম নঞর্থক হেতুবাক্য জনিত দোষ। যেমন,

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো মানুষ নয় চতুষ্পদ জীব (E)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো গরু নয় মানুষ (E)

অতএব, সিদ্ধান্তঃ কোনো গরু নয় চতুষ্পদ জীব (ক)

এক্ষেত্রে প্রধান এবং অপ্রধান উভয় যুক্তিবাক্যই নঞর্থক হওয়ায় এদের মধ্যে উপস্থিত হেতুপদ ‘মানুষ’-এর মাধ্যমে উভয় যুক্তিবাক্যের মধ্যে কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। তাই অনুমানটিতে নঞর্থক যুক্তিবাক্যজনিত দোষ ঘটেছে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

- ঘ) মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি আলোচনা করো। সংজ্ঞা, আকার, দৃষ্টান্ত, সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। 1+2+1+2+2

উত্তরঃ উপরের প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৭ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

অথবা,

‘উত্তাপ যত বাড়ে পারদস্তম্ভের উচ্চতা তত বাড়ে। উত্তাপ যত কমে, পারদস্তম্ভের উচ্চতা তত কমে। অতএব, উত্তাপ বৃদ্ধিই হল পারদস্তম্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ’ - ওপরের দৃষ্টান্তে মিলের কোনপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে? পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো। চিহ্নিতকরণ, সংজ্ঞা, আকার, সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি) ১+১+২+২+২

উত্তরঃ উপরের অনুমানটিতে মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাকী অংশের উত্তরের জন্য ২০১৭ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

- ঙ) নীচের আরোহ যুক্তিগুলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করো। ৪×৪

- (i) শীতের পরেই বসন্ত আসে। কাজেই শীত হল বসন্তের কারণ।

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্তে শীতের পর বসন্ত-এর আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে এই পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, শীত হল বসন্তের কারণ। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে একটি সহকার্যকে কারণ হিসাবে গণ্য করার দোষ দেখা দিয়েছে। এই যুক্তিতে কারণের প্রধান লক্ষণ ‘শর্তান্তরহীনতা’ কে উপেক্ষা করা হয়েছে। শীত বসন্তের অগ্রবর্তী ঘটনা হতে পারে, কিন্তু কারণ কেবলমাত্র অগ্রবর্তী ঘটনা নয়, শর্তান্তরহীনও বটে। কিন্তু শীত এবং বসন্তের আবির্ভাবের কারণ একই। সেটি হল পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে ঘটা ঋতু পরিবর্তন। শীত ও বসন্ত হল পৃথিবীর বার্ষিক গতির থেকে উৎপন্ন দুটি সহকার্য। বাস্তবে এই দুটি সহকার্যকে ভ্রান্তিবশত পরস্পরের কার্য ও কারণ হিসাবে চিহ্নিত করায় সিদ্ধান্তটি দোষদুষ্ট হয়েছে। এই দোষটির নাম সহকার্যকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করার দোষ।

- (ii) টেলিগ্রাম অশুভ। কারণ টেলিগ্রাম দুঃসংবাদ নিয়ে আসে।

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে টেলিগ্রাম এবং অশুভ সংবাদ একইভাবে উপস্থিত রয়েছে। এই দুটি বিষয়ের উপস্থিতিগত মিল দেখে সিদ্ধান্ত করা হল যে, টেলিগ্রাম দুঃসংবাদ নিয়ে আসে বলে টেলিগ্রাম অশুভ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে এমন বহু দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়নি যেগুলিতে টেলিগ্রাম দুঃসংবাদ নিয়ে না এসে

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

ভালো সংবাদ নিয়ে এসেছে। এইসব দৃষ্টান্তগুলিকে পর্যবেক্ষণ না করে দ্রুততার সাথে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত করায় সিদ্ধান্তটিতে দোষ দেখা দিয়েছে। এই দোষটির নাম অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ। এর পাশাপাশি যেহেতু এখানে যতসংখ্যক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল ততসংখ্যক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। তাই এই সিদ্ধান্তে অপার্যবেক্ষণ দোষ ঘটেছে তাও বলা যায়।

অথবা,

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ

৪+৪

(i) কাকতালীয় দোষ।

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৯ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

(ii) একটি অবাস্তুর বিষয়কে কারণ হিসেবে গণ্য করার দোষ।

উত্তরঃ কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্বগামী ঘটনা। বাস্তবে কোনো ঘটনার উৎপত্তি প্রসঙ্গে যা অবাস্তুর ও অপ্রাসঙ্গিক, তা কখনও সেই ঘটনার কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু যদি কেবল পূর্বে ঘটেছে এমন ঘটনাকে তার প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা না করে কোনো কার্যের কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে অনুমানটিতে দোষ দেখা দেয়। সেই দোষটির নাম হল একটি অবাস্তুর বিষয়কে কারণ হিসেবে গণ্য করার দোষ। যেমন, মাদুলি ধারণ করার পর যদি দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তির রোগ সেরে গেল এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হল যে মাদুলি ধারণ করাই হল ঐ ব্যক্তির রোগ সেরে যাওয়ার কারণ — তবে সেই যুক্তিতে একটি অবাস্তুর বিষয়কে কারণ হিসেবে গণ্য করার দোষ দেখা দেবে। কারণ ঐ বিষয়টি ঐ কার্য উৎপত্তির জন্য আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক নয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

বিভাগ-খ

১. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 24 = 24$

(i) বৈধ অবরোহ যুক্তির যুক্তিবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত হবে

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) অনিশ্চিত (d) বিরোধী

উ: (a) সত্য

(ii) অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে

- (a) অনুভূতি (b) যুক্তি
(c) কল্পনা (d) সংবেদন

উ: (b) যুক্তি

(iii) যে যুক্তিতে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে বলে

- (a) অবরোহ যুক্তি (b) বৈজ্ঞানিক আরোহ
(c) অবৈজ্ঞানিক আরোহ (d) উপমা যুক্তি

উ: (a) অবরোহ যুক্তি

(iv) আদর্শ নিরপেক্ষ বচনের অংশ হল

- (a) দুটি (b) তিনটি
(c) চারটি (d) পাঁচটি

উ: (c) চারটি

(v) 'A' বচনের যে পদটি ব্যাপ্য হয় তা হল

- (a) উদ্দেশ্য পদ (b) বিধেয় পদ
(c) উভয় পদ (d) কোনো পদ ব্যাপ্য নয়

উ: (a) উদ্দেশ্য পদ

(vi) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট I এবং O বচন হলো পরস্পরের

- (a) বিপরীত বিরোধী (b) অধীন বিপরীত বিরোধী
(c) অসম বিরোধী (d) বিরুদ্ধ বিরোধী

উ: (b) অধীন বিপরীত বিরোধী

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(vii) যদি 'A' বচন সত্য হয় তাহলে 'O' বচনটির সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) অনিশ্চিত (d) স্ববিরোধী

উ: (b) মিথ্যা

(viii) AOO মূর্তিটি বৈধ হয়

- (a) প্রথম সংস্থানে (b) দ্বিতীয় সংস্থানে
(c) তৃতীয় সংস্থানে (d) চতুর্থ সংস্থানে

উ: (b) দ্বিতীয় সংস্থানে

(ix) পক্ষ পদটি পক্ষ আশ্রয়বাক্য ছাড়াও অন্য যে স্থানে থাকে তা হল

- (a) সিদ্ধান্তের বিধেয় স্থানে (b) সাধ্য আশ্রয়বাক্যের বিধেয় স্থানে
(c) সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে (d) সাধ্য আশ্রয়বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে

উ: (c) সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে

(x) প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ যুক্তির প্রধান আশ্রয়বাক্যটির অংশদুটি হল

- (a) উদ্দেশ্য ও বিধেয় (b) পূর্বগ ও অনুগ
(c) সংযোগী ও বিকল্প (d) আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত

উ: (b) পূর্বগ ও অনুগ

(xi) 'p অথবা q, ~ p/: q'— এই যুক্তি আকারটি হল

- (a) M. P. (b) M. T.
(c) D. S. (d) H. S.

উ: (c) D. S.

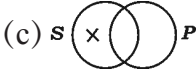
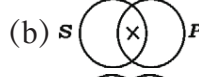
(xii) 'সকল অ-S হয় P' — বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল

- (a) $SP = 0$ (b) $\bar{S}P = 0$ $SP = 0$
(c) $SP = 0$ (d) $\bar{S}\bar{P} = 0$

উ: (d) $\bar{S}\bar{P} = 0$.

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xiii) “কোনো শিক্ষক নয় অ-শিক্ষিত” – বচনটির ভেনচিত্রটি হল



উ: (d)

(xiv) p.p এই বচনাকারটি

(a) স্বতঃসত্য

(b) স্বতঃমিথ্যা

(c) আপাতিক

(d) এদের কোনোটিই নয়।

উ: (c) আপাতিক

(xv) যদি p তাহলে q মিথ্যা হবে যদি

(a) p ও q উভয়েই সত্য হয়

(b) p ও q উভয়েই মিথ্যা হয়

(c) p সত্য কিন্তু q মিথ্যা হয়

(d) p মিথ্যা কিন্তু q সত্য হয়।

উ: (c) p সত্য কিন্তু q মিথ্যা হয়

(xvi) কোন সত্যাপেক্ষক যৌগিক বচনের সত্যমূল্য নির্ভর করে ?

(a) শুধুমাত্র অঙ্গবচনের উপর

(b) শুধুমাত্র যোজকের উপর

(c) অঙ্গবচন ও যোজকের উপর

(d) এদের কোনোটির উপর নয়।

উ: (c) অঙ্গবচন ও যোজকের উপর

(xvii) উপমায়ুক্তির সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল

(a) সাদৃশ্যের সংখ্যা

(b) সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা

(c) ব্যক্তিগত বৈসাদৃশ্য

(d) ব্যক্তিগত সাদৃশ্য

উ: (d) সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা

(xviii) আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হল

(a) পর্যবেক্ষণ

(b) প্রকৃতির একরূপতা নীতি

(c) কার্যকারণ নীতি

(d) সামান্যীকরণ

উ: (a) পর্যবেক্ষণ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xix) আরোহ অনুমানে সামান্যীকরণের মাধ্যমে যে বচন প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হল

- (a) সামান্য সংশ্লেষক বচন (b) সামান্য বিশ্লেষক বচন
(c) বিশেষ সংশ্লেষক বচন (d) বিশেষ বিশ্লেষক বচন

উ: (a) সামান্য সংশ্লেষক বচন

(xx) বহুকারণবাদের একজন সমর্থক হলেন

- (a) মিল (b) লক্
(c) দেকার্ত (d) স্পিনোজা

উ: (a) মিল

(xxi) 'অক্সিজেনের উপস্থিতি দহনের কারণ' — বাক্যটিতে 'কারণ' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল

- (a) বহুকারণবাদ (b) পর্যাপ্ত শর্ত
(c) আবশ্যিক শর্ত (d) আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত

উ: (c) আবশ্যিক শর্ত

(xxii) “ 'ক' হল 'খ'-এর পর্যাপ্ত শর্ত” — একথার অর্থ হল

- (a) যদি 'ক' ঘটে তবে 'খ' ঘটে (b) যদি 'খ' ঘটে তবে 'ক' ঘটে
(c) যদি 'ক' না ঘটে তবে 'খ' ঘটেনা (d) যদি 'খ' না ঘটে তবে 'ক' ঘটেনা

উ: (a) যদি 'ক' ঘটে তবে 'খ' ঘটে

(xxiii) দ্বৈত-অম্বয়ী পদ্ধতি হল

- (a) অম্বয়ী পদ্ধতি (b) অম্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(c) ব্যতিরেকী পদ্ধতি (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি

উ: (b) অম্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি

(xxiv) মিলের যে পদ্ধতি কার্যকারণকে সহঅবস্থান থেকে পৃথক করতে পারে না সেটি হল

- (a) অম্বয়ী পদ্ধতি (b) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(c) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (d) মিশ্র পদ্ধতি

উ: (a) অম্বয়ী পদ্ধতি

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) যুক্তির আকারগত বৈধতা কাকে বলে ?

উ: যুক্তির ক্ষেত্রে আশ্রয়বাক্য সত্য অথচ সিদ্ধান্ত মিথ্যা এখন কখনোই হয় না, অর্থাৎ কোনো যুক্তির আশ্রয়বাক্য সত্য হয়ে সিদ্ধান্ত মিথ্যা না হওয়াই হল যুক্তির আকারগত বৈধতা।

অথবা

যুক্তির বস্তুগত সত্যতা কাকে বলে ?

উ: কোনো যুক্তির অন্তর্গত বাক্য বা বচনগুলির বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে মিল থাকা হল বস্তুগত সত্যতা।

(ii) অসম বিরোধিতার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: E – কোনো মানুষ নয় অমর।

O – কোনো কোনো মানুষ নয় অমর।

(iii) “সকল মানুষ হয় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব” — বচনটির বিপরীত বিরোধী বচন কী হবে ?

উ: (E) কোনো মানুষ নয় বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব।

অথবা

বিরুদ্ধ বিরোধিতা কাকে বলে ?

উ: একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয়পদ বিশিষ্ট দুটি বচনের মধ্যে যদি গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকে, তাহলে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে বিরুদ্ধ বিরোধিতা মান হয়।

(iv) বিবর্তনের বৈধতার গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি কী ?

উ: বিবর্তনের গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি হল, আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ ভিন্ন হবে। আশ্রয়বাক্য যদি সার্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে, আর আশ্রয়বাক্য যদি নঞর্থক হয় তাহলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে।

(v) একটি মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে কী দোষ হয় ?

উ: মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে বিকল্প স্বীকারজনিত দোষ হয়।

অথবা

বিসংবাদী বৈকল্পিক বচনের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: উদাহরণ : ‘রাম জীবিত অথবা মৃত। রাম মৃত। অতএব, রাম জীবিত নয়।

(vi) অনুগ স্বীকার জনিত দোষের একটি উদাহরণ দাও।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উ: অনুগ স্বীকার জনিত দোষের উদাহরণ :

যদি আমটি কাঁচা হয় তাহলে আমটি টক হবে।

এমন হয় যে, আমটি টক।

∴ এমন হয় যে, আমটি কাঁচা।

(vii) অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য কাকে বলে ?

উ: কোনো বচনের উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর বাস্তব সদস্য আছে, সেকথা ওই বচনে ঘোষিত হওয়া হল অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য।

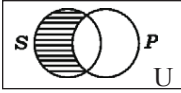
অথবা

নীচের বচনটিকে ভেনচিত্রে প্রকাশ করো :

“সকল মানুষ হয় মরণশীল।”

উ: সকল $\frac{\text{মানুষ}}{S}$ হয় $\frac{\text{মরণশীল}}{P}$

সকল S হয় P → SP = O



(viii) শূন্যগর্ভ শ্রেণী' কাকে বলে ?

উ: যে শ্রেণীর বাস্তব সদস্য নেই তা হল শূন্যগর্ভ শ্রেণী।

(ix) সংযৌগিক বচন কখন সত্য হয় ?

উ: সংযৌগিক বচনের সবকটি সংযোগী যখন সত্য হয়,

তখন সমগ্র বচনটি সত্য হয়।

অথবা

বৈকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হয় ?

উ: বৈকল্পিক বচনের সবকটি বিকল্প যখন মিথ্যা হয় তখন সমগ্র বচনটিই মিথ্যা হয়।

(x) স্বতঃমিথ্যা বচনাকার কীরূপ ?

উ: যে বচনাকারের অন্তর্গত সব নিবেশন দৃষ্টান্ত মিথ্যা হয় অর্থাৎ যে বচনাকারের মিথ্যা ছাড়া সত্য নিবেশন দৃষ্টান্ত হতে পারে না, তাকে স্বতঃমিথ্যা বচনাকার বলা হয়। যেমন— ‘P.~ P’ হল একটি স্বতঃমিথ্যা বচনাকার।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xi) সাদৃশ্যমূলক আরোহানুমান কাকে বলে ?

উ: দুটি যেকোনো বস্তু বা ব্যক্তির ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য বা উপমা লক্ষ্য করে, তারই ভিত্তিতে যদি উভয়ের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় বা ঘটনার সাদৃশ্য অনুমান করা যায়, তখন তাকে সাদৃশ্যমূলক আরোহ অনুমান বলে।

অথবা

মন্দ উপমা যুক্তির একটি উদাহরণ দাও।

উ: উদাহরণ : বৃক্ষ এবং মানুষ উভয়ের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে;
মানুষের চিন্তাশক্তি আছে;
বৃক্ষেরও চিন্তাশক্তি আছে।

(xii) আরোহমূলক লাফ কী ?

উ: আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে বিশেষের জ্ঞান থেকে সামান্যের জ্ঞান বা জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল আরোহমূলক লাফ।

(xiii) ভালো বা উত্তম উপমা যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: পৃথিবীর ও মঙ্গল উভয় গ্রহেই জল, মাটি, আলো, বাতাস, তাপ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, উভয়েই সূর্যের আলোকে আলোকিত এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—
পৃথিবীতে যেহেতু জীবের অস্তিত্ব আছে
∴ মঙ্গল গ্রহেও জীবের অস্তিত্ব আছে (সম্ভবতঃ)।

অথবা

উপমায়ুক্তির মূল্যায়নের একটি মানদণ্ড উল্লেখ করো।

উ: উপমায়ুক্তি মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডটি হল, সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা।

(xiv) আবশ্যিক-পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ-এর একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: ভিজে জ্বালানিতে অগ্নি-সংযোগ ধোঁয়ার আবশ্যিক – পর্যাপ্ত শর্ত।

(xv) কারণের পরিমাণগত লক্ষণ কী ?

উ: কারণের পরিমাণগত লক্ষণ হল, কারণ হল পরিমাণের দিক থেকে কার্যের সমান।

অথবা

বহু কারণবাদের একটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

উ: বহু কারণবাদের একটি অসুবিধা হল, এই মতবাদ স্বীকার করলে কারণকে কখনোই অপরিবর্তনীয় ও শর্তান্তরহীনরূপে গণ্য করা যায় না।

(xvi) “বিষপান হল মৃত্যুর কারণ” — এক্ষেত্রে ‘কারণ’ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

উ: এখানে ‘কারণ’ কথাটি ‘পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে’ ব্যবহৃত হয়েছে।

Philosophy

2016

ক-বিভাগ

১a) নিরপেক্ষ বচন বলতে কী বোঝ ? গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণিবিভাগ করো। একটি উদাহরণ দিয়ে নিরপেক্ষ বচনের অংশগলি দেখাও। ২+৪+২

উত্তরঃ যে বচনের একটি অংশ অন্য অংশের সম্পর্কে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয় তাকে বলা হয় নিরপেক্ষ বচন। অর্থাৎ, নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় পরস্পর সম্পর্কে শর্ত নিরপেক্ষভাবেই স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়ে থাকে। যেমন, ‘কোনো কোনো মানুষ হয় সং’ - বচনটি হল নিরপেক্ষ বচন। কেননা এখানে উদ্দেশ্য পদ মানুষ এবং বিধেয় পদ ‘সং’ পরস্পরের উপর শর্তনিরপেক্ষভাবেই স্বীকৃত হয়েছে।

গুণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) সদর্থক বচন এবং (খ) নঞর্থক বচন। সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সার্বিক বা আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়। যেমন, ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব’ বচনটি হল সদর্থক বচন কেননা এখানে উদ্দেশ্য পদ মানুষ বিধেয় পদ ‘মরণশীল জীব’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সার্বিক বা আংশিকভাবে অস্বীকৃত হয়। যেমন, ‘কোনো মানুষ নয় দেবতা’ বচনটি হল নঞর্থক বচন কেননা এখানে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ বিধেয় পদ ‘দেবতা’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে অস্বীকৃত হয়েছে।

পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) সার্বিক বা সামান্য এবং (খ) আংশিক বা বিশেষ। সার্বিক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। যেমন, ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ বিধেয় পদ ‘মরণশীল জীব’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে আংশিক বা বিশেষ বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে আংশিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। যেমন, ‘কোনো কোনো মানুষ হয় কবি’ বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ বিধেয় পদ ‘কবি’ সম্পর্কে আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

গুণ এবং পরিমাণের সংযুক্ত নীতির ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বচনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। নীচের ছকের মাধ্যমে এই প্রকারগলি উল্লেখ করা হলঃ

গুণ ও পরিমাণ	উদাহরণ	আকার	সংকেত
সামান্য সদর্থক	সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব	সকল S হয় P	A

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

গুন ও পরিমাণ	উদাহরণ	আকার	সংকেত
সামান্য নঞর্থক	কোনো মানুষ নয় দেবতা	কোনো S নয় P	E
বিশেষ সদর্থক	কোনো কোনো মানুষ হয় সং ব্যক্তি	কোন কোনো S হয় P	I
বিশেষ নঞর্থক	কোনো কোনো মানুষ নয় পরিশ্রমী	কোন কোনো S নয় P	O

- (i) সামান্য সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ মানুষ সার্বিকভাবে বিধেয় পদ মরণশীল জীব সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।
- (ii) সামান্য নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ মানুষ সার্বিকভাবে বিধেয় পদ ‘দেবতা’ সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে।
- (iii) বিশেষ সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ আংশিকভাবে বিধেয় পদ সং ব্যক্তি সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।
- (iv) বিশেষ নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ আংশিকভাবে বিধেয় পদ ‘পরিশ্রমী ব্যক্তি’ সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে।

অথবা, নীচের বাক্যগলি তর্কবিদ্যাসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো ও তাদের গুণ ও পরিমাণ নির্ণয় করোঃ ২×৪

- (i) কদাচিৎ স্বার্থপর ব্যক্তির অপরকে সাহায্য করে।
- (ii) কেউই কাজটি করতে পারেনি।
- (iii) জনপ্রিয় প্রচারক সর্বদা দক্ষ যুক্তিবিদ হয় না।
- (iv) কেবলমাত্র সাধুরাই সং।

- উত্তরঃ** (i) L.F. কোনো কোনো স্বার্থপর ব্যক্তি নয় অপরকে সাহায্য করা ব্যক্তি
(O) প্রদত্ত বচনটির গুণ হল নঞর্থক এবং পরিমাণ হল বিশেষ।
- (ii) L.F. কোনো ব্যক্তি নয় কাজটি করতে পারা ব্যক্তি (E)
প্রদত্ত বচনটির গুণ হল নঞর্থক এবং পরিমাণ হল সামান্য।
- (iii) L.F. কোনো কোনো জনপ্রিয় প্রচারক নয় দক্ষ যুক্তিবিদ (O)।
প্রদত্ত বচনটির গুণ হল নঞর্থক এবং পরিমাণ হল বিশেষ।
- (iv) L.F. সকল সং ব্যক্তি হয় সাধু ব্যক্তি (A)।
প্রদত্ত বচনটির গুণ হল সদর্থক এবং পরিমাণ হল সামান্য।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

- b) বিবর্তন কাকে বলে? বিবর্তনকে অমাধ্যম অনুমান বলা হয় কেন? দৃষ্টান্ত-সহ বিবর্তনের নিয়মগলি ব্যাখ্যা করো। ২+২+৪

উত্তরঃ যে একপ্রকার অবরোহমূলক অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্যের ও সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যকে অভিন্ন রেখে এবং যুক্তিবাক্যের বিধেয়র বিরুদ্ধ পদকে সিদ্ধান্তের বিধেয় করে এবং যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাণ অভিন্ন রেখে সিদ্ধান্ত অনিবার্যতার সাথে নিঃসরণ করা হয় তাকে বলে বিবর্তন। বিবর্তনের যুক্তিবাক্যকে বলে বিবর্তনীয় এবং সিদ্ধান্তকে বলা হয় বিবর্তিত। যেমন,

বিবর্তনীয়ঃ সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব (A)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো মানুষ নয় অ-মরণশীল জীব (E)

বিবর্তনকে অমাধ্যম অনুমান বলা হয় কেননা এখানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সরাসরি অন্য কোনো যুক্তিবাক্যের সাহায্য ছাড়াই সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। উপরের অনুমানটিতে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য অর্থাৎ উক্ত বচন থেকে সরাসরি অনিবার্যতার সাথে সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবর্তিত বচন নিঃসৃত হয়। এক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে অন্য কোনো বাক্য উপস্থিত থাকে না।

অমাধ্যম অনুমান হিসাবে বিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগলি অনুসৃত হয়ঃ (১) বিবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য অভিন্ন হয়। এই নিয়ম অনুসারে উপরের উদাহরণে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য অভিন্ন হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য পদ হল ‘মানুষ’। (২) বিবর্তনের যুক্তিবাক্যের বিধের বিরুদ্ধ পদ সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ হয়। বিরুদ্ধ পদ গঠন করতে গেলে মূল পদের সঙ্গে ‘অ’ যোগ করতে হয়। উপরের উদাহরণে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ মরণশীল জীব’-এর সাথে ‘অ’ যোগ করে সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ ‘অমরণশীল জীব’ গঠন করা হয়েছে। (৩) বিবর্তনের যুক্তিবাক্যের এবং সিদ্ধান্তের গুণ ভিন্ন হয়। যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক এবং সিদ্ধান্ত নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হয়। (৪) বিবর্তনের যুক্তিবাক্যের এবং সিদ্ধান্তের পরিমাণ অভিন্ন হয়। যুক্তিবাক্য সামান্য হলে সিদ্ধান্ত সামান্য হয় এবং যুক্তিবাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হয়ে থাকে। উপরের উদাহরণে বিবর্তনের তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়মদুটি অনুসারে যুক্তিবাক্যটি সামান্য সদর্থক এবং সিদ্ধান্তটি সামান্য নঞর্থক বচন হয়েছে।

অথবা, নীচের বাক্যগুলির বিবর্তনের আবর্তন করোঃ

২×৪

i) সাদা বাঘ আছে।

L.E. কোনো কোনো বাঘ হয় সাদা প্রাণী (I)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো বাঘ অ-সাদা প্রাণী নয় প্রাণী (O)

সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ O বচনের আবর্তন হয় না, তাই প্রদত্ত বচনের বিবর্তনের আবর্তন সম্ভব নয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

- (ii) অমানুষ কবি নেই
L.F. কোনো কবি নয় অমানুষ (A)
সুতরাং, বিবর্তিতঃ সকল কবি হয় মানুষ (A)
সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ কোনো কোনো মানুষ হয় কবি (I)
- (iii) মানুষ মাত্রই পরিশ্রমী নয়। L.E. কোনো কোনো মানুষ নয় পরিশ্রমী ব্যক্তি (O)
সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো মানুষ হয় অ-পরিশ্রমী ব্যক্তি (I)
সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ কোনো কোনো অ-পরিশ্রমী ব্যক্তি হয় মানুষ (I)
- (iv) প্রত্যেক মানুষ মরণশীল। L.E. সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব (A)
সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো মানুষ নয় অ-মরণশীল জীব (E)
সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ কোনো অ-মরণশীল জীব নয় মানুষ (E)
- c) নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থান উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করোঃ 8+8
- i) কোনো কবিই অমর নয়; যেহেতু যে-কোনো কবি মানুষ এবং মানুষ অমর নয়।
প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিসম্মত আকারঃ
প্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো মানুষ নয় অমর (E)
অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল কবি হয় মানুষ (A)
সিদ্ধান্তঃ কোনো কবি নয় অমর (E)
মূর্তিঃ AE , সংস্থানঃ প্রথম।
- প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি বৈধ। কেননা এখানে নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছে। হেতুপদ “মানুষ” প্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। পক্ষ পদ “কবি” এবং সাধ্য পদ “অমর” যেমন সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। তেমনি যথাক্রমে পক্ষ যুক্তিবাক্য এবং সাধ্য যুক্তিবাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। এই কারণে ন্যায় অনুমানটি বৈধ এবং এটি প্রথম সংস্থানের অন্তর্গত একটি বৈধ মূর্তি, নাম CELARENT.
- (ii) যেহেতু কোনো জ্ঞানী নয় সুখী এবং কোনো কোনো নির্বোধ হয় সুখী, সেহেতু সব নির্বোধ নয় জ্ঞানী।
প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিসম্মত আকারঃ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি নয় সুখী (E)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো কোনো নিবোধ ব্যক্তি হয় সুখী (1)

সিদ্ধান্তঃ কোনো কোনো নিবোধ ব্যক্তি নয় জ্ঞানী ব্যক্তি (O)

মূর্তিঃ FESTINO সংস্থানঃ দ্বিতীয়

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি বৈধ। কেননা এখানে নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছে। হেতুপদ সুখী তার দুটি অবস্থানের মধ্যে প্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। পক্ষ পদ “নিবোধ” ব্যক্তি এবং সাধ্য পদ সুখী ব্যক্তি যেমন সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে তেমনি যথাক্রমে পক্ষ যুক্তিবাক্য এবং সাধ্য যুক্তিবাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। এই কারণে ন্যায় অনুমানটি বৈধ এবং এটি দ্বিতীয় সংস্থানের অন্তর্গত একটি বৈধ মূর্তি, নাম হলো FESTINO।

অথবা, প্রমাণ করোঃ

8+8

(i) দুটি হেতুবাক্য বিশেষ হলে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না।

উত্তরঃ কোনো নিরপেক্ষ ন্যয়ে দুটি হেতুবাক্য বিশেষ বলতে যে কটি সম্ভাব্য জোড় পাওয়া যায় সেগুলি হলঃ I, IO, OI এবং OO।

এগুলির মধ্যে জোড়টির অন্তর্গত দুটি বাক্য অর্থাৎ প্রধান এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য হল বিশেষ সদর্থক বচন। এক্ষেত্রে দুটি বাক্যের মধ্যে কোনো ক্ষেত্রেই হেতু পদ ব্যাপ্য হবে না। এক্ষেত্রে অনুমানটিতে অব্যাপ্য হেতু দোষ দেখা দেবে।

এগুলির মধ্যে ৩০ জোড়টির অন্তর্গত দুটি বাক্য অর্থাৎ প্রধান এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য হল বিশেষ নঞর্থক বচন। এক্ষেত্রে অনুমানটিতে দোষ দেখা দেবে, তার নাম নঞর্থক যুক্তিবাক্য জনিত দোষ।

এগুলির মধ্যে O জোড়টির অন্তর্গত প্রধান যুক্তিবাক্য হল। বচন অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচন এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য হল O বচন অর্থাৎ বিশেষ নঞর্থক বচন। এই দুটির থেকে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে সেটি হল O বচন। সিদ্ধান্ত O বচন হলে তার বিধেয় পদ অর্থাৎ সাধ্যপদ ব্যাপ্য হবে। অবৈধ সাধ্য দোষ এড়ানোর জন্য ঐ সাধ্য পদটিকে প্রধান বা সাধ্য যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে। কিন্তু প্রধান যুক্তিবাক্য। বচন হওয়ায় এখানে কোনো পদই ব্যাপ্য হবে না। ফলে এই যুক্তিটিতে অবৈধ সাধ্য দোষ দেখা দেবে।

এগুলির মধ্যে O। জোড়টির অন্তর্গত প্রধান যুক্তিবাক্য হল O বচন অর্থাৎ বিশেষ নঞর্থক বচন এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য হল। বচন অর্থাৎ বিশেষ সদর্থক বচন। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হবে O বচন। সিদ্ধান্ত O বচন হলে এর বিধেয় পদ অর্থাৎ সাধ্য পদ ব্যাপ্য হবে। এক্ষেত্রে অবৈধ সাধ্য দোষ এড়ানোর জন্য প্রধান যুক্তিবাক্যের ব্যাপ্য পদটিকে সাধ্য পদ হতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হেতু পদ কোনো ক্ষেত্রেই ব্যাপ্য হবে না এবং যুক্তিটিতে অব্যাপ্য হেতু

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

দোষ দেখা দেবে। যদি দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে ব্যাপ্য একটিমাত্র পদ যদি হেতু পদ হয় তবে যুক্তিটিতে অবৈধ সাধ্য দোষ দেখা দেবে।

(ii) একটি A বচন কেবলমাত্র প্রথম সংস্থানেই সিদ্ধান্ত হতে পারে।

উত্তরঃ সিদ্ধান্ত A বচন হলে প্রধান এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্য দুটিই A বচন হবে। প্রতিটি বাক্য A বচন হলে তাদের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য বলতে হবে। সিদ্ধান্ত A বচন হলে তার উদ্দেশ্য পদ বা পক্ষপদ ব্যাপ্য হবে। অবৈধ পক্ষ দোষ এড়ানোর জন্য এই পদটিকে অপ্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হতে হবে। তাহলে অপ্রধান যুক্তিবাক্যের একমাত্র ব্যাপ্য পদটিকে বলতে হবে পক্ষ পদ। সেক্ষেত্রে অব্যাপ্য বিধেয় পদটি হল হেতুপদ। অব্যাপ্য হেতু দোষ এড়ানোর জন্য প্রধান যুক্তিবাক্যের একমাত্র ব্যাপ্য পদটিকে অর্থাৎ উদ্দেশ্য পদটিকে হেতুপদ হতে হবে। সুতরাং, প্রধান যুক্তিবাক্যে হেতুপদ থাকবে উদ্দেশ্যের স্থানে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে হেতুপদ বিধেয়র স্থানে থাকবে যেটি হল প্রথম সংস্থানের চিত্র। এইভাবে প্রমাণ করা যায় যে, একটি A বচন কেবলমাত্র প্রথম সংস্থানেই সিদ্ধান্ত হতে পারে।

d) মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করোঃ সংস্থান, আকার, দৃষ্টান্ত, সুবিধা দুটি), অসুবিধা দুটি)। ১+২+১+২+২

উত্তরঃ মিল তাঁর A System of Logic গ্রন্থে ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “যদি আলোচ্য ঘটনার একটি ভাববাচক দৃষ্টান্ত এবং একটি অভাববাচক দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবলমাত্র এমন পার্থক্য থাকে যে - একটি মাত্র ঘটনা যা প্রথম ক্ষেত্রে আছে তা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নেই, (আর সব বিষয়েই মিল থাকে) তাহলে ওই বিশেষ ঘটনাটি আলোচ্য ঘটনার কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ বলে গণ্য হবে।”

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাংকেতিক আকারঃ

	পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
সদর্থক দৃষ্টান্তঃ	ABC	abc
নঞর্থক দৃষ্টান্তঃ	BC	bc

সুতরাং, A এবং a-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাংকেতিক আকারটিকে এইভাবেও দেখানো যায়ঃ

	পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
নঞর্থক দৃষ্টান্তঃ	BC	bc
সদর্থক দৃষ্টান্তঃ	ABC	abc

সুতরাং, A এবং a-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

ব্যতিরেকী পদ্ধতির বাস্তব উদাহরণঃ

বায়ুপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ঘন্টা বাজালে সেই ঘন্টার শব্দ শোনা যায়, কিন্তু বায়ুশূন্য পাত্রে ঘন্টা বাজালে সেই ঘন্টার শব্দ শোনা যায় না। কাজেই পরীক্ষণ-নির্ভর ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলা যায় যে, ‘বায়ুর উপস্থিতির’ সঙ্গে ‘শব্দ শুনতে পাওয়ার’ কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এখানে মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত আছে — একটি ভাববাচক, অন্যটি অভাববাচক, যাদের মধ্যে কেবল একটি ব্যাপারে অমিল, আর সব ব্যাপারেই মিল আছে।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধাসমূহঃ

- (ক) ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূলত পরীক্ষণ-নির্ভর হওয়ায় সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত হয়। যুক্তিবিদ মিল এইজন্যই এই পদ্ধতিকে সকল পদ্ধতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলেছেন।
- (খ) পরীক্ষণ-নির্ভর হলে, এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্তগুলির সত্যতাকে যাচাই করা যায়। যেমন, অঘনী পদ্ধতি যে কার্যকারণ সম্বন্ধের ইঙ্গিত দেয়, ব্যতিরেকী পদ্ধতি তাকে প্রমাণ করে।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাসমূহঃ

- (ক) ব্যতিরেকী পদ্ধতি পরীক্ষণের পদ্ধতি হওয়ায়, এই পদ্ধতিকে অসতর্কভাবে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এর সিদ্ধান্তে কাকতালীয় দোষ দেখা দেয়। প্রথম দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে, বাড়ির চাকর আছে এবং হাত ঘড়িও আছে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে বাড়ির চাকর নেই এবং হাতঘড়িও নেই। এই দুটি দৃষ্টান্ত দেখে যদি ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বাড়ির চাকরই হাতঘড়িটি নিয়েছে তবে সেই সিদ্ধান্তটি কাকতালীয় দোষে দুষ্ট হবে।
- (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে কারণ থেকে শর্তকে পৃথক করা যায় না। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যাকে কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয় সেটি বাস্তবে সমগ্র কারণের একটি শর্তও হতে পারে। যেমন, তরকারিতে লবণ না দিলে তরকারি সুস্বাদু হবে না — একথা ঠিক হলেও যদি এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে তরকারিতে লবণ না দেওয়া তরকারির সুস্বাদু হওয়ার কারণ তবে এখানে কারণের একটি শর্তকে সমগ্র কারণ বলে গণ্য করার দোষ দেখা দিয়েছে।

অথবা

“রামবাবু যখনই সকালে হাঁটতে বেরোন তখনই তাঁর ঠাণ্ডা লাগে, যখন তিনি সকালে হাঁটতে বেরোন না তাঁর ঠাণ্ডা লাগে না। অতএব, সকালে হাঁটতে বেরোনোই তার ঠাণ্ডা লাগার কারণ।”-ওপরের দৃষ্টান্তে কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? সেটি ব্যাখ্যা করো।
চিহ্নিতকরণ, সংজ্ঞা, আকার সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)।

১+২+১+২+২

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উত্তরঃ উপরের দৃষ্টান্তে মিলের অস্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি বা যুগ্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

মিল তাঁর A System of Logic গ্রন্থে অস্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত এমন দুটি বা তার বেশি ভাববাচক দৃষ্টান্তে যদি একটি মাত্র ব্যাপার সমভাবে উপস্থিত থাকে, এবং আলোচ্য ঘটনাটি অনুপস্থিত এমন দুই বা তার বেশি অভাববাচক দৃষ্টান্তে ওই ব্যাপারটি সমভাবে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ওই বিশেষ ব্যাপারটি আলোচ্য ঘটনার কার্য অথবা কারণ অথবা কারণের অপরিহার্য অংশ হবে।'

অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাংকেতিক আকারঃ

সদর্থক দৃষ্টান্তগচ্ছ		নঞর্থক দৃষ্টান্তগচ্ছ	
পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা	পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
acd	ade	-ABC	-abc
ABC	abc	-ACD	-acd
ADE	ade	-ADE	-ade

সূত্রাং, A এবং a-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির বাস্তব উদাহরণঃ যেসব এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ আছে সেইসব এলাকায় এনোফিলিস মশার উপদ্রব বেশি, আর যেসব এলাকায় ম্যালেরিয়া নেই সেইসব এলাকায় এনোফিলিস মশার উপদ্রব নেই। পর্যবেক্ষণলব্ধ এইসব তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত করা হল যে, এনোফিলিস মশার কামড়ের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগের কার্যকারণ সম্পর্ক বর্তমান।

অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধাসমূহঃ

(ক) এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেমন আমরা কারণ থেকে কার্যতে যেতে পারি তেমনি আবার কার্য থেকে কারণেও যেতে পারি। পাশাপাশি যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রেও কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করা যায়।

(খ) এই পদ্ধতি অস্বয়ী পদ্ধতির এক উন্নত রূপ। অস্বয়ী পদ্ধতি কার্যকারণ সম্পর্কের যে ইঞ্জিত দেয় অস্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি অভাববাচক বা নঞর্থক দৃষ্টান্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সেই ইঞ্জিতকে প্রায় নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা করে। এই পদ্ধতিকে সতর্কভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বর্জ্যকারণের সম্ভাবনাকেও অনেকটা এড়িয়ে চলা যায়।

অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাসমূহঃ (ক) অস্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ নির্ভর বলে পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত দোষ এক্ষেত্রে উপস্থিত থাকেঃ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(১) আসল কারণটি অর্থাৎ থাকার এবং অকারণকে কারণ বলে গণ্য করার দোষ ঘটতে পারে; (i) সহকার্যের কোনো একটিকে অন্যটির কারণরূপে গণ্য করার দোষ ঘটতে পারে; (ii) কোনো একটি শর্তকে সমগ্র কারণ হিসাবে গণ্য করার দোষ ঘটতে পারে।

(খ) অস্থায়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং সময়সাধ্য। ভাববাচক দৃষ্টান্তগচ্ছ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও অভাববাচক দৃষ্টান্তগচ্ছ সংগ্রহ করা আদৌ সহজসাধ্য নয়, এবং অভাববাচক দৃষ্টান্তগচ্ছ সংগৃহীত না হলে অনুমানটি বর্জ্য কারণ দোষে দৃষ্টান্তহওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

e)নীচের আরোহ যুক্তিগলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করোঃ

8+8

(i) আকাশে ধূমকেতু আবির্ভাবের ঠিক পরেই রাজার মৃত্যু হল। সুতরাং আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবই রাজার মৃত্যুর কারণ।

উত্তরঃ প্রদত্ত যুক্তিটিতে মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই যুক্তিতে দুটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ একটি সদর্থক এবং নঞর্থক। নঞর্থক দৃষ্টান্তে “আকাশে ধূমকেতু” এবং “রাজার মৃত্যু” এই দুটি বিষয়ের একত্র অনুপস্থিতি এবং সদর্থক দৃষ্টান্তে এই দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবই রাজার মৃত্যুর কারণ। কিন্তু বাস্তবে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এই দুটি বিষয় পরস্পর পরস্পরের পূর্ববর্তী হলেও নিয়ত পূর্ববর্তী নয়। তাই এই বিষয়দুটিকে ভ্রান্তিবশত কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ করায় যুক্তির সিদ্ধান্তে দোষ দেখা দিয়েছে। দোষটির নাম হল কাকতালীয় দোষ।

(ii) দিনের পর রাত্রি আসে, সুতরাং দিন রাত্রির কারণ।

উত্তরঃ প্রদত্ত যুক্তিটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেখা হয়েছে যে, দিন এবং রাত্রির একসাথে পরপর আবির্ভূত হয়েছে। দুটি বিষয়কে এইভাবে পরপর উপস্থিত থাকতে দেখে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে দিন রাত্রির কারণ। কিন্তু বাস্তবে এই দুটি ঘটনা হল এমন একটি ঘটনার থেকে উৎপন্ন হয় যেটি আদৌ আমাদের বিবেচনার মধ্যে থাকছে না। সেটি হল পৃথিবীর আবর্তন গতি। বাস্তবে পৃথিবীর এই আবর্তন গতির থেকে উৎপন্ন দুটি সহকার্য। এইভাবে একটি ঘটনা থেকে উৎপন্ন দুটি সহকার্যকে ভ্রান্তিবশতঃ পরস্পরের কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ করার জন্য এই যুক্তির সিদ্ধান্ত দোষদৃষ্ট হয়েছে, এই দোষটির নাম হল দুটি সহকার্যকে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ করার দোষ।

(i) মন্দ উপমা।

উত্তরঃ উপমা যুক্তির মূল্যায়নের একটি অন্যতম মানদণ্ড হল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যবেক্ষিত সাদৃশ্যটি যতবেশি প্রাসঙ্গিক হবে সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা তত বেশি হবে। কিন্তু যদি কোনো উপমা যুক্তিতে দেখা যায় যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় পর্যবেক্ষিত সাদৃশ্যটি সিদ্ধান্তটি আদৌ প্রাসঙ্গিক না হয় তবে যুক্তির সিদ্ধান্তটিতে যে দোষ দেখা দেবে তার নাম মন্দ উপমার দোষ। যেমন, মানুষের নির্দিষ্ট আকার, আয়তন, ওজন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যদি আমরা চেয়ারের মধ্যে দেখি এবং যদি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি শীলতা নামক একটি নতুন অতিরিক্ত গণ লক্ষ্য করে পূর্বের সাদৃশ্যগুলির ভিত্তিতে যদি সিদ্ধান্ত করি যে চেয়ারের মধ্যেও সম্ভবত সৃষ্টিশীলতা গণটি উপস্থিত থাকবে তবে যুক্তির সিদ্ধান্তে মন্দ উপমার দোষ দেখা দেবে। কেননা এক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অর্থাৎ “চেয়ারের সৃষ্টিশীলতা” সেটি প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যবেক্ষিত সাদৃশ্যগুলি আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়।

(ii) অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ।

উত্তরঃ যখন কোনো একটি আরোহ অনুমানে দেখা যায় যে, অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে যুক্তির সিদ্ধান্তে যে দোষ দেখা যায় তার নাম অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ। এইরূপ ক্ষেত্রে যতসংখ্যক সদর্থক এবং নঞর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা দরকার ছিল তত সংখ্যক দৃষ্টান্ত আদৌ পর্যবেক্ষণ করা হয় না। পরিবর্তে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সামান্য সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। যেমন, কয়েকটি লাল ফুলকে গন্ধহীন বলে দেখে যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে সমস্ত লাল ফুলই গ: হীন তবে এই যুক্তির সিদ্ধান্তটি দোষযুক্ত বলে গণ্য হবে, এই দোষটির নাম অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য যত সংখ্যক দৃষ্টান্তে লাল ফুলের গন্ধহীনতা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন ছিল ততসংখ্যক দৃষ্টান্ত আদৌ পর্যবেক্ষণ করা হয়নি, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে লাল ফুলের গন্ধহীনতাকে দেখা হয়েছে এবং কোনো নঞর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়নি, পরিবর্তে অহেতুক দ্রুততার সাথে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত করে বলা হয়েছে লাল ফুল মাত্রই গন্ধহীন। এই সিদ্ধান্তে যে দোষ দেখা দিয়েছে তার নাম অবৈধ সামান্যীকরণ দোষ।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

বিভাগ-খ

১. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 24 = 24$

(i) হেতু বাক্যের সাহায্যে যাকে প্রমাণ করা হয় তাকে বলে

- (a) যুক্তি বাক্য (b) সিদ্ধান্ত
(c) পূর্বগ (d) অঙ্গ বাক্য

উ: (b) সিদ্ধান্ত

(ii) বৈধতার প্রশ্নটি জড়িত হল

- (a) বাক্যের সঙ্গে (b) বচনের সঙ্গে
(c) সিদ্ধান্তের সঙ্গে (d) যুক্তির আকারের সঙ্গে

উ: (d) যুক্তির আকারের সঙ্গে

(iii) আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সব সময়ই

- (a) সুনিশ্চিত (b) সঙ্কাব্য
(c) বৈধ (d) অবৈধ

উ: (b) সঙ্কাব্য

(iv) উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়

- (a) A বচনে (b) E বচনে
(c) I বচনে (d) O বচনে।

উ: (b) E বচনে

(v)বচনে কেবল বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়।

- (a) A (b) E
(c) I (d) O

উ: (d) O

(vi) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট.....বচনের মধ্যে বিপরীত বিরোধিতার সম্বন্ধ থাকে।

- (a) A, E (b) I, O
(c) A, I (d) E, O

উ: (a) A, E

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(vii) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট A বচন সত্য হলে E বচনের সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) অনিশ্চিত (d) স্ববিরোধী

উ: (b) মিথ্যা

(viii) FESAPO মূর্তিটি বৈধ হয়.....সংস্থানে।

- (a) প্রথম (b) দ্বিতীয়
(c) তৃতীয় (d) চতুর্থ

উ: (d) চতুর্থ

(ix) ন্যায় অনুমানে যে পদ যুক্তিবাক্য দুটিতে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তার নাম হল

- (a) পক্ষপদ (b) সাধ্যপদ
(c) হেতুপদ (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: (c) হেতুপদ

(x) প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ যুক্তির বাক্যটি হল প্রাকল্পিক বচন।

- (a) প্রধান (b) অপ্রধান
(c) সিদ্ধান্ত (d) তৃতীয় বচন

উ: (a) প্রধান

(xi) 'যদি p তবে q , নয় q \therefore নয় p ' — এই বৈধ যুক্তির আকারটির নাম

- (a) M. P. (b) M. T.
(c) D. S. (d) H. S.

উ: (b) M. T.

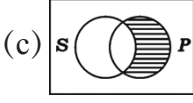
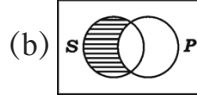
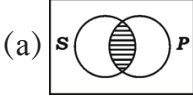
(xii) 'কোনো কোনো অ- S নয় P ' — বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল

- (a) $S\bar{P} = 0$ (b) $SP \neq 0$
(c) $S\bar{P} \neq 0$ (d) $\bar{S}P \neq 0$

উ: (d) $\bar{S}P \neq 0$

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xiii) “সকল অ-সৈনিক হয় কবি” — বচনটির ভেনচিত্রটি হলো



উ: (d)

(xiv) যে যৌগিক বচনের সত্যসারণীর সব কটি নিবেশন দৃষ্টান্ত মিথ্যা হয় তাকে বলে

(a) স্বতঃসত্য বচন

(b) স্বতঃমিথ্যা বচন

(c) আপাতিক বচন

(d) বিশ্লেষক বচন

উ: (b) স্বতঃমিথ্যা বচন

(xv) ‘p সত্য হলে pv ~ q’ এর সত্যমূল্য হবে

(a) সত্য

(b) মিথ্যা

(c) সংশয়াত্মক

(d) স্ববিরোধী

উ: (a) সত্য

(xvi) pv ~ p এই যৌগিক বচনটি সর্বদা

(a) স্বতঃমিথ্যা

(b) স্বতঃসত্য

(c) অনিশ্চিত

(d) বৈধ

উ: (b) স্বতঃসত্য

(xvii) আরোহ অনুমানের আকারগত ভিত্তি হলো

(a) দৃষ্টান্ত গণনা

(b) পর্যবেক্ষণ

(c) পরীক্ষণ

(d) প্রকৃতির একরূপতা ও কার্য-কারণ নীতি

উ: (d) প্রকৃতির একরূপতা ও কার্য-কারণ নীতি

(xviii) অপসারণ, সংজ্ঞা প্রদান ইত্যাদি হল আরোহ অনুমানে অনুসৃত প্রক্রিয়া।

(a) বৈজ্ঞানিক

(b) সাদৃশ্যমূলক

(c) লৌকিক

(d) কারণতাভিত্তিক

উ: (a) বৈজ্ঞানিক

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xix) আরোহ অনুমানের সমস্যাটি হলো

- (a) বৈধতা নির্ণয় (b) অবৈধতা নির্ণয়
(c) আকারগত সত্যতা নির্ণয় (d) সামান্যীকরণ

উ: (d) সামান্যীকরণ

(xx) কারণ হল

- (a) শর্তের সমষ্টি (c) আপাতিক ঘটনার সমষ্টি
(b) সংশয়াত্মক ঘটনার সমষ্টি (d) অনিবার্য ঘটনার সমষ্টি

উ: (a) শর্তের সমষ্টি

(xxi) শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্রটি হলো

- (a) কারণের গুণগত লক্ষণ (b) কারণের পরিমাণগত লক্ষণ
(c) আবশ্যিক শর্ত রূপে কারণ (d) পর্যাপ্ত শর্ত রূপে কারণ

উ: (b) কারণের পরিমাণগত লক্ষণ

(xxii) “ভেজা কাঠে অগ্নিসংযোগ ধূম উৎপাদনের কারণ” — এখানে ‘কারণ’ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

- (a) পর্যাপ্ত শর্ত (b) আবশ্যিক শর্ত
(c) পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত (d) যৌক্তিক শর্ত

উ: (c) পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত

(xxiii) মিলের পদ্ধতিতে কারণকে মুখ্যতঃ পরিমাণগত দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

- (a) অস্থায়ী (b) ব্যতিরেকী
(c) সহ-পরিবর্তন (d) পরিশেষ

উ: (c) সহ-পরিবর্তন

(xiv) নিম্নোক্ত সাংকেতিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে মিলের যে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল

পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
ABRS	abrs
ATUV	atuv
AXYN	axyn

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

∴ A হলো a-এর কারণ।

- (a) অঘরী পঙ্খতি (b) যুগ্ম পঙ্খতি
(c) ব্যাতিরেকী পঙ্খতি (d) সহ-পরিবর্তন পঙ্খতি

উ: (a) অঘরী পঙ্খতি

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) যুক্তি কাকে বলে?

উ: যুক্তি হল কতগুলি বচনের সমষ্টি, যেখানে একটি বচনের সত্যতা অপর এক বা একাধিক বচনের সত্যতার দ্বারা সমর্থিত হয় বা সমর্থিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

অথবা

অবরোহ যুক্তি বলতে কী বোঝো?

উ: যে যুক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্তটি কখনোই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয় না, তাকে অবরোহ যুক্তি বলে

(ii) ‘কোনো কোনো মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন।’ — বচনটির অধীন বিপরীত বিরোধী বচন উল্লেখ করো।

উ: বচনটির অধীন বিপরীত বিরোধী বচনটি হল—

- (I) কোনো কোনো মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।
(O) কোনো কোনো মানুষ নয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব।

অথবা

অধীন বিপরীত বিরোধিতার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: (I) কোনো কোনো চতুষ্পদী হয় পোষ্য প্রাণী।

(O) কোনো কোনো চতুষ্পদী নয় পোষ্য প্রাণী।

(iii) বিরুদ্ধ বিরোধিতার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: বিরুদ্ধ বিরোধিতা— (A) সকল ফুল হয় সুগন্ধীয়ুক্ত।

(O) কোনো কোনো ফুল নয় সুগন্ধীয়ুক্ত।

(iv) আবর্তনের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি কী?

উ: আবর্তনের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি হল, যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয়, তা কখনো সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

অথবা

‘সকল মানুষ হয় অপূর্ণ জীব।’ — বচনটির বিবর্তিত বচনটি কী?

উ: (A) সকল মানুষ হয় অপূর্ণ জীব— বিবর্তনীয়।

(E) কোনো মানুষ নয় পূর্ণ জীব— বিবর্তিত।

(v) পূর্বগ অস্বীকারজনিত দোষ কখন ঘটে?

উ: ধ্বংসাত্মক প্রাকল্পিক ন্যায়ে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে পূর্বগকে অস্বীকার করে সিদ্ধান্তে অনুগকে অস্বীকার করা হলে ‘পূর্বগা-অস্বীকারজনিত দোষ’ বলে।

অথবা

গঠনমূলক প্রাকল্পিক ন্যায়ে M.P. আকারের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: M.P. আকারের দৃষ্টান্ত হল— যদি p তবে q

এমন যে p

∴ এমন যে q

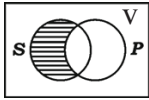
(vi) বৈকল্পিক বচন কাকে বলে?

উ: যার সাপেক্ষে বচনে অন্ততঃপক্ষে দুটি বিকল্প থাকে এবং সেই দুটি বিকল্পকে ‘হয়-না হয়’ বা ঐ জাতীয় শব্দ দিয়ে যুক্ত করা হয়, তাকে বৈকল্পিক বচন বলে।

(vii) নীচের বচনটিকে ভেনচিত্রে প্রকাশ করো : “সকল দার্শনিক হয় জ্ঞানী।

উ: সকল দার্শনিক হয় জ্ঞানী— A

সকল S হয় P $\rightarrow SP = O$



(viii) অস্তিত্বমূলক দোষ কাকে বলে?

উ: যদি কোনো যুক্তিতে এমন হয় যে, অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই (A, E) এমন কোনো আশ্রয়বাক্য থেকে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে (I, O) এমন কোনো সিদ্ধান্তকে নিঃসৃত করা হয়, তাহলে যুক্তিতে যে দোষ ঘটে তাকে অস্তিত্বমূলক দোষ বলে।

অথবা

পরিপূরক শ্রেণি কাকে বলে?

উ: মূল শ্রেণির বিরুদ্ধ শ্রেণিকে মূল শ্রেণির পরিপূরক শ্রেণি বলা হয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(ix) একটি বৈকল্পিক বচনের নিষেধ কী বচন হয়?

উ: একটি বৈকল্পিক বচনের নিষেধ হয় সংযৌগিক বচন।

অথবা

নিবেশন দৃষ্টান্ত কাকে বলে?

উ: কোনো গ্রাহক প্রতীকের স্থলে যে পদ বা বাক্য নিবেশন করা হয়, তাকে বলে নিবেশন দৃষ্টান্ত।

(x) প্রাকল্পিক বচন কখন মিথ্যা হয়?

উ: পূর্বগ সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হলে প্রাকল্পিক বচনটি মিথ্যা হয়।

অথবা

$p \supset \sim p$ বচনাকারটি কখন মিথ্যা হবে?

উ: p সত্য এবং q সত্য হলে $p \supset \sim q$ মিথ্যা হবে।

(xi) বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের সংজ্ঞা দাও।

উ: প্রকৃতির একরূপতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের ওপর আস্থা রেখে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি সামান্য সংশ্লেষক বচন প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান বলে।

(xii) অ-বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানকে লৌকিক আরোহ বলা হয় কেন?

উ: অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনমানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় না করে কেবলমাত্র অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সাধারণ মানুষ সার্বিক সংশ্লেষক বচনকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গঠন করে থাকে, তাই একে লৌকিক আরোহ বলা হয়।

অথবা

প্রকৃতির একরূপতা নীতি কাকে বলে?

উ: 'প্রকৃতি সমঅবস্থায় সমআচরণ করে' অর্থাৎ একই অবস্থায় প্রকৃতির আচরণ একইরূপ হবে। এটিই হল প্রকৃতির একরূপতা নীতি।

(xiii) উপমা যুক্তির ভিত্তি কী?

উ: উপমা যুক্তির ভিত্তি হল অসম্পূর্ণ সাদৃশ্য।

অথবা

উপমা যুক্তি কাকে বলে?

উ: যে আরোহ অনুমানে দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অন্য একটি বিষয়ে তাদের সাদৃশ্য আছে বলে অনুমান করা হয় তাকে বলে উপমা যুক্তি।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xiv) পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণ-এর একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: বিষপান হল মৃত্যুর পর্যাপ্ত শর্ত অর্থে কারণ।

(xv) মিল কীভাবে কারণের লক্ষণ দিয়েছেন?

উ: তর্কবিজ্ঞানী মিল কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘কারণ হল কার্যের নিয়ত শর্তান্তরহীন অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা’।

(xvi) বহু কারণবাদ বলতে কী বোঝায়?

উ: যে মতবাদ অনুসারে বলা হয়, একই কার্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কারণ থেকে একই কার্য উৎপন্ন হয়, তাই হল বহু কারণবাদ।

অথবা

বহু কারণ সমন্বয় কী?

উ: কতগুলি কারণ একসঙ্গে কাজ করার ফলে তাদের কাজগুলি স্বতন্ত্রভাবে না থেকে একসঙ্গে মিশে গেলে ঐ কারণগুলিকে বহু কারণ সমন্বয় বলে।

Philosophy

২০১৭

ক-বিভাগ

- ১) a) বচন বলতে কী বোঝো? বচন এবং বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করো। নিরপেক্ষ বচনে পদের ব্যাপ্যতা বলতে কী বোঝো? ২+৪+২

উত্তরঃ যুক্তিবিধানী অ্যারিস্টটলের মতে, বচন হল ভাষায় প্রকাশিত অবধারণ। অবধারণ হল একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা দুটি সামান্য ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে তাদের সম্পর্কে আবদ্ধ করে থাকি। যেমন, আমাদের মনের মধ্যে মানুষ এবং মরণশীলতা’ —এই দুটি সামান্য ধারণা রয়েছে। আমরা এদের পারস্পরিক তুলনা করে তাদের সম্পর্কে আবদ্ধ করি এবং যখন তাদের ভাষায় প্রকাশ করি ও বলি “সকল মানুষ হয় মরণশীল’ তখন তাকে বলে বচন।।

যুক্তিবিধানে যাকে বচন বলা হয় ব্যাকরণে তাকে সাধারণত বাক্য বলা হয়। তাই বলা হয় যে, বচনমাত্রই বাক্য, কিন্তু বাক্যমাত্রই বচন নয় বচন এবং বাক্যের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট পার্থক্য আছেঃ (১) বচন মাত্রই সত্য বা মিথ্যা হবে। কিন্তু বাক্য মাত্রই সত্য বা মিথ্যা বলে গণ্য হয় না। ঘোষক বাক্যই কেবল সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। কাজেই কেবল ঘোষক বাক্যই বচনরূপে গণ্য হতে পারে।

- (২) গঠনের দিক থেকেও বচন ও বাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্যাকরণসম্মত বাক্যে কেবল দুটি অংশ থাকে — উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যাসম্মত বচনে অন্তত তিনটি অংশ আছে — (১) উদ্দেশ্য, (২) সংযোজক এবং (৩) বিধেয়। ব্যাকরণের বাক্যকে বচনে রূপান্তরিত করতে গেলে ‘সংযোজক’টিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।
- (৩) ব্যাকরণসম্মত বাক্যের গণ ও পরিমাণকে সবসময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও চলে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যাসম্মত বচনে গণ ও পরিমাণ স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হয়। মানুষ মরণশীল জীব’ বাক্যটিতে গণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এটিকে বচনে রূপান্তরিত করতে গেলে এর গণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ বলতে হবে সকল মানুষ হয় মরণশীল। এখানে সকল’ শব্দটি বচনটির পরিমাণ নির্দেশ করে এবং ‘হয়’ শব্দটি বচনটির গণকে নির্দেশ করে।

নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্পর্কের কথা ঘোষণা করা হয়। এই স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি সার্বিক বা সামান্য যেমন হতে পারে তেমনি বিশেষ বা আংশিক হতে পারে। কোনো পদ যখন সেই পদটির দ্বারা নির্দেশিত সকল বস্তুবা ব্যক্তিকে বোঝায়, তখন সেই পদটি ব্যাপ্য হয়েছে বলা হয়। আর যখন কোনো পদ তার দ্বারা নির্দেশিত বস্তুবা ব্যক্তির অংশবিশেষ বোঝায় তখন সেই পদটি অব্যাপ্য হয়েছে বলা হয়। যেমন, ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব’ বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ তার দ্বারা নির্দেশিত সমস্ত সদস্য সম্পর্কে ‘মরণশীল জীব বৈশিষ্ট্যকে সার্বিকভাবে স্বীকার করা

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

হয়েছে। কিন্তু বিধেয় পদ মরণশীল জীব'-এর দ্বারা নির্দেশিত অংশবিশেষ সম্পর্কে উক্ত উদ্দেশ্যকে স্বীকার করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ অব্যাপ্য অথবা, নীচের বাক্যগুলিকে তর্কবিদ্যাসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো ও কোনকোনপদ ব্যাপ্য এবং কোনকোনপদ অব্যাপ্য তা উল্লেখ করোঃ $(১+১) \times ৪$

- (i) কোনো অসৎ মানুষ নেই।
- (ii) সৎ ব্যক্তির সর্বদা সুখী হয় না।
- (iii) বৃত্ত কখনো ত্রিভুজ হয় না।
- (iv) কেবলমাত্র ছাত্ররাই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারে।

উত্তরঃ (i) L.F. কোনো মানুষ নয় অসৎ ব্যক্তি (E)

প্রদত্ত বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' এবং বিধেয় পদ 'অসৎ ব্যক্তি' উভয়ই ব্যাপ্য।

- (ii) L.F. কোনো কোনো সৎ ব্যক্তি নয় সুখী ব্যক্তি (O)

প্রদত্ত বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ 'সৎ ব্যক্তি' অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ 'সুখী ব্যক্তি' ব্যাপ্য।

- (iii) L.F. কোনো বৃত্ত নয় ত্রিভুজ (E)

প্রদত্ত বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ 'বৃত্ত' এবং বিধেয় পদ 'ত্রিভুজ' উভয়ই ব্যাপ্য।

- (iv) LF. সকল বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারা ব্যক্তি হয় ছাত্র (A)

প্রদত্ত বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ 'বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারা ব্যক্তি' ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ 'ছাত্র' অব্যাপ্য।

- b) অমাধ্যম অনুমান কী? দৃষ্টান্ত সহকারে মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের পার্থক্য ব্যাখ্যা করো। $২+৬$

উত্তরঃ যেঅবরোহ অনুমানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয় তাকে বলে অমাধ্যম অনুমান। এখানেযুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্য কোনো বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে না। আবর্তন, বিবর্তন, বিরোধানুমান ইত্যাদি হল অমাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। অন্যদিকে, যে অবরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তটি একাধিক যুক্তিবাক্য থেকে সম্মিলিতভাবে অনিবার্যতার সাথে নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় মাধ্যম অনুমান। ন্যায় অনুমান, ন্যায় শৃঙ্খল ইত্যাদি হল মাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের প্রভেদ নিম্নরূপঃ (১) অমাধ্যম অনুমানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয়। কিন্তু, মাধ্যম অনুমানে দুটি যুক্তিবাক্য থেকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। (২) অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্য কোনো বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে না। কিন্তু মাধ্যম অনুমানে

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে। (৩) আবর্তন, বিবর্তন, বিরোধানুমান ইত্যাদি হল অমাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। ন্যায় অনুমান, ন্যায় শৃঙ্খল ইত্যাদি হল মাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। (৪) অমাধ্যম অনুমানে দুটি পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়ঃ উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ। কিন্তু মাধ্যম অনুমানে তিনটি পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়ঃ পক্ষ পদ বা অপ্রধান পদ, সাধ্য পদ বা প্রধান পদ এবং হেতু পদ বা মধ্য পদ।

অথবা, আবর্তন কী? সরল আবর্তন এবং সীমিত আবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করো। ২+২

উত্তরঃ যে অবরোহমূলক অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে স্থান পরিবর্তন করে সিদ্ধান্তে যথাক্রমে বিধেয় ও উদ্দেশ্য হয় এবং যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের গণকে অভিন্ন হয় তাকে বলা হয় আবর্তন। আবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যকে বলে আবর্তনীয় এবং সিদ্ধান্তকে বলে আবর্তিত। যেমন,

আবর্তনীয়ঃ কোনো মানুষ নয় দেবতা (E)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো দেবতা নয় মানুষ (E)

উপরের যুক্তিটি আবর্তনের দৃষ্টান্ত। কেননা এখানে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ‘মানুষ’ এবং বিধেয় ‘দেবতা’ সিদ্ধান্তে যথাক্রমে বিধেয় এবং উদ্দেশ্য হয়েছে। যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের গণও এখানে অভিন্ন অর্থাৎ নঞর্থক।

আবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের পরিমাণ সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য আবর্তনের নিয়মে উল্লেখ থাকে না। কিন্তু এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে আবর্তনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ঃ সরল আবর্তন এবং অসরল বা সীমিত আবর্তন। এই দুই প্রকার আবর্তনের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপঃ

- (১) সরল আবর্তনে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে পরিমাণের কোনো পার্থক্য থাকে না। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য সামান্য হলে সিদ্ধান্তও সামান্য হয়ে থাকে এবং যুক্তিবাক্যবিশেষ্যহলে সিদ্ধান্তও বিশেষ হয়। অসরল বা সীমিত আবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে পরিমাণের পার্থক্য থাকে। যুক্তিবাক্য সামান্য হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হয়।
- (২) E বচন এবং I বচনের আবর্তন হল সরল আবর্তনের উদাহরণ। কেননা এই দুটি ক্ষেত্রে আবর্তন করলে সিদ্ধান্ত হিসাবে আমরা যথাক্রমে E এবং I বচন পাই। অন্যদিকে A বচনের আবর্তন হল সীমিত আবর্তনের উদাহরণ। কেননা এক্ষেত্রে আবর্তন করলে আমরা সিদ্ধান্ত হিসাবে I বচন পাই।

নীচের বাক্যগুলির বিবর্তন করোঃ

(২×৪)

- (i) কোনো ছাত্রই নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

L.F. কোনো ছাত্র নয় নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি (E)

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সুতরাং, বিবর্তিতঃ সকল ছাত্র হয় অ-নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি (A)

(ii) সব বিজ্ঞানী সৎ নয়।

L.F. কোনো কোনো বিজ্ঞানী নয় সৎ ব্যক্তি (O)।

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো বিজ্ঞানী হয় অসৎ ব্যক্তি (I)

(iii) সব ভালো যার শেষ ভালো।

L.F. সকল শেষ ভালো ব্যক্তি হয় ভালো ব্যক্তি (A)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো শেষ ভালো ব্যক্তি নয় অ-ভালো ব্যক্তি (E)

(iv) খুব অল্পসংখ্যক মানুষই স্বার্থপর নয়।

L.F. কোনো কোনো মানুষ হয় স্বার্থপর ব্যক্তি (I)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো মানুষ নয় অ-স্বার্থপর ব্যক্তি (O)

c) নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থান উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করোঃ 8+8

(i) অনেক সরকারি অফিসারই অধ্যাপক, কেননা তাঁরা এম এ পাশ আর সকল অধ্যাপক অবশ্যই এম এ পাশ।

উত্তরঃ প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যৌক্তিক আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল অধ্যাপক হয় এম এ পাশ ব্যক্তি (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো কোনো সরকারি অফিসার হয় এম এ পাশ ব্যক্তি (I)

সিদ্ধান্তঃ কোনো কোনো সরকারি অফিসার হয় অধ্যাপক (I)

সংস্থানঃ দ্বিতীয়, মূর্তিঃ AII

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি অবৈধ। কেননা এখানেন্যায় অনুমানের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। ঐ নিয়মে বলা হয়েছে যে, 'হেতুপদকে অন্ততঃ একবার ব্যাপ্য হতে হবে' কিন্তু এই ন্যায় অনুমানটিতে হেতুপদ 'এম এ পাশ ব্যক্তি' প্রধান এবং অপ্রধান কোনো যুক্তিবাক্যেই ব্যাপ্য হয়নি। এইভাবে ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ায় ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হয়েছে এবং তাতে অব্যাপ্য হেতু দোষ দেখা দিয়েছে।

(ii) কেবলমাত্র সত্যবাদী ব্যক্তিরাই সৎ এবং সকল সত্যবাদী ব্যক্তি হন শ্রদ্ধেয়। সুতরাং, সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই হন সৎ। উত্তরঃ প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যৌক্তিক আকারঃ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল সৎ ব্যক্তি হন সত্যবাদী ব্যক্তি (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল সত্যবাদী ব্যক্তি হন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (A)

সিদ্ধান্তঃ সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হন সৎ ব্যক্তি (A)

সংস্থানঃ চতুর্থ, মূর্তিঃ AAA

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি অবৈধ, কেননা এখানে ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়ম লিখিত হয়েছে। ঐ নিয়মে বলা হয়েছে যে যে পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না। কিন্তু এই অনুমানে পক্ষপদ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি' পক্ষ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য না হলেও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। এইভাবে ন্যায়ের নিয়মটি লঙ্ঘিত হওয়ায় ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হয়েছে এবং সেটিতে অবৈধ পক্ষ দোষ দেখা দিয়েছে।

অথবা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপযুক্ত উদাহরণসহকারে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ ৪+৪

(i) নিরপেক্ষ ন্যায়।

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৯ সালের উত্তর দেখো।

(ii) চতুষ্পদঘটিত দোষ।

উত্তরঃ নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়ম অনুসারে প্রতিটি নিরপেক্ষ ন্যায়ে কেবলমাত্র তিনটি পদ থাকবে, তিনটির বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু কোনো ন্যায় অনুমানে যদি তিনটির বেশি পদ থাকে তবে সেই ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হবে এবং তাতে যে দোষ দেখা দেবে তার নাম চতুষ্পদঘটিত দোষ। যেমনঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ পশ্চিমবঙ্গ হয় ভারতের অন্তর্গত (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ মুম্বাই নয় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত (E)

সূত্রাং, সিদ্ধান্তঃ মুম্বাই নয় ভারতের অন্তর্গত (E)।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটিতে চতুষ্পদঘটিত দোষ দেখা দিয়েছে। এখানে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ বর্তমান রয়েছে। সেগুলি হলঃ

(১) পশ্চিমবঙ্গ*, (২) ভারতের অন্তর্গত, (৩) পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত এবং (৪) মুম্বাই।

d) মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করোঃ সংজ্ঞা, আকার, দৃষ্টান্ত, সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। ১+২+১+২+২

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৯ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

অথবা, অপটিকাল লোবে আঘাত অন্ধত্বে নিয়ে যায়। সূত্রাং, অপটিকাল লোব হল দৃষ্টিশক্তির কারণ।"- ওপরের দৃষ্টান্তে মিলের কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? সেটি ব্যাখ্যা করো। চিহ্নিতকরণ, সংজ্ঞা, আকার সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। ১+২+১+২+২

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

যুক্তিবিধানী মিল তাঁর A System of Logic গ্রন্থে অস্থায়ী পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “যদি আলোচ্য ঘটনার দুই বা তার বেশি দৃষ্টান্তে অন্য একটি ঘটনা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে, তাহলে সেই সাধারণত ঘটনাটি আলোচ্য ঘটনার কারণ অথবা কার্য হবে”।
অস্থায়ী পদ্ধতির সাংকেতিক আকারঃ

পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
ABC	abc
ADE	ade
AFG	afg

সুতরাং, A হল a এর কারণ অথবা খ হল A কার্য।

অস্থায়ী পদ্ধতির বাস্তব আকারঃ

কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেল যে যেখানে যেখানে অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে ম্যালেরিয়া জ্বর উপস্থিত রয়েছে সেখানেই পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে এনোফিলিস মশার কামড় উপস্থিত রয়েছে। যদিও অন্যান্য নানা বিষয় এই দৃষ্টান্তগুলিতে অনিয়মিতভাবে উপস্থিত রয়েছে। এই দুটি বিষয়ের ঐসব দৃষ্টান্তের মধ্যে একইভাবে উপস্থিত থাকতে দেখে সিদ্ধান্ত করা হল যে, এনোফিলিস মশার কামড় হল ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ।

অস্থায়ী পদ্ধতির সুবিধাসমূহঃ (১) অস্থায়ী পদ্ধতি এক সহজ ও সরল পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ-নির্ভর হওয়ার জন্য সাধারণত মানুষও তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারে। তাছাড়া, যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব নয়, যেমন- প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহামারি ইত্যাদি সেইসব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ-নির্ভর অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে হয়।

(২) অস্থায়ী পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রসারিত। অস্থায়ী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ-নির্ভর হওয়ায় এই পদ্ধতির সাহায্যে কারণ থেকে কার্যে এবং কার্য থেকে কারণের অনুমান সম্ভব হয়। অর্থাৎ, অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন কার্য-অনুসন্ধান পদ্ধতি তেমনি আবার কারণ-অনুসন্ধান পদ্ধতি।

অস্থায়ী পদ্ধতির অসুবিধাসমূহঃ (১) অস্থায়ী পদ্ধতি বহুকারণবাদের দোষে দুর্বল। যুক্তিবিধানী মিল এই দোষকে ‘অস্থায়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত দোষ’ বলেছেন, কেননা বহুকারণের সম্ভাবনা এই পদ্ধতির প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। বহুকারণবাদ অনুসারে, একই কার্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। বহুকারণবাদ সমর্থিত হলে, বিভিন্ন দৃষ্টান্তে সাধারণত ঘটনাটি একটি “আকস্মিক ঘটনায় পরিণত হয়, যার সঙ্গে আলোচ্য ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে না। যেমন, কোনো ডাক্তার চারবার একজন রোগীকে চার রকম ঔষধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলেন এবং তার রোগ সেরে গেল।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

এর থেকে অস্থায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী রোগ নিরাময়ের কারণ নির্ণয় করতে গেলে বলতে হবে যে জলই হল রোগ নিরাময়ের কারণ। কিন্তু বাস্তবে ঐ চার রকম ঔষধই হল ঐ চারবার রোগ নিরাময়ের প্রকৃত কারণ। সুতরাং, বহুকারণের সম্ভাবনা অস্থায়ী পদ্ধতিকে দোষদুষ্ট করে তোলে।

অস্থায়ী পদ্ধতির এই দোষকে দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে দূর করা যায়ঃ (১) দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং (২) অস্থায়ী ব্যতিরেকী বা সংযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে।

- (২) দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে আলোচ্য ঘটনাটির সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকলেই তাদের একটিকে যা কার্য এবং অন্যটি কারণ হবে, এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন দুটি ঘটনাই তৃতীয় এক ঘটনার কার্য হতে পারে। যেমন, দিনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি সপ্তাহের সাতটি দিনের তালিকা সংগ্রহ করে এবং প্রত্যেকটি দিনের আগে রাতকে পূর্ববর্তী ঘটনারূপে দেখে, অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে, সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ‘রাত দিনের কারণ তাহলে সহকার্যকে কারণরূপে গণ্য করার দোষ হবে। তেমনি, বিপরীতক্রমে, ‘দিনকে রাতের কারণ মনে করলেও একই দোষ ঘটবে। আসলে, রাত এবং দিন কোনোটিও অন্যটির কারণ অথবা কার্য নয়, তারা উভয়েই অপর একটি ঘটনার সহকার্য এবং সেটি হল পৃথিবীর আঙ্গিক গতি। সুতরাং, অস্থায়ী পদ্ধতির প্রয়োগে সহকার্যের কোনো একটিকে অন্যটির কারণরূপে গণ্য করার দোষ’ ঘটান সম্ভাবনা দেখা দেয়।

- e) নীচের আরোহ যুক্তিগলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করোঃ

8+8

- (i) বৃষ্টি পরিষ্কার জল ডেঙ্গির কারণ।

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তে আমরা বৃষ্টি পরিষ্কার জল এবং ডেঙ্গি —এই দুটি বিষয়ের একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে বৃষ্টি পরিষ্কার জল হল ডেঙ্গির কারণ। কিন্তু এই যুক্তিটির মধ্যে যেসব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে ডেঙ্গির আসল কারণ অপর্য়বেক্ষিত রয়ে গেছে। পরিবর্তে এমন একটি বিষয়কে কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যেটি ডেঙ্গির আদৌ কারণ নয়। এইভাবে গুরুত্বহীন একটি বিষয়কে কারণ হিসাবে বিবেচনা করায় যুক্তির সিদ্ধান্তে দোষ দেখা দিয়েছে। দোষটির নাম অবাস্তব বিষয়কে কারণ হিসাবে গণ্য করার দোষ।

- (iii) কুকুরেরাও মানুষের মতো প্রাণী, সুতরাং কুকুরেরাও মানুষের মতো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন।

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুমানটিতে উপমা যুক্তির প্রয়োগ করা হয়েছে। এই অনুমানটিতে মানুষের এবং কুকুরের মধ্যে একটি ধর্মকে সাদৃশ্য হিসাবে লক্ষ্য করা হয়েছে, সেটি হল প্রাণীত্ব। এই বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এবং মানুষের মধ্যে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করা হল যে কুকুরের মধ্যেও সম্ভবত বিচারবুদ্ধিসম্পন্নতার বিষয়টি উপস্থিত থাকবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করার জন্য যে সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সেটি এই সিদ্ধান্ত করার জন্য আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একটি সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিঃসরণ করায় অনুমানটির সিদ্ধান্ত দোষদুষ্ট হয়েছে। এই দোষটির নাম মন্দ উপমার দোষ।

অথবা, সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ

8+8

(i) সহকারণকে কারণ অথবা কার্য হিসেবে গ্রহণজনিত দোষ।

উত্তরঃ মিলের আরোহমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। অস্থায়ী পদ্ধতিতে কতগুলি দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার উপস্থিতিগত মিল বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুমান করা হয়। কিন্তু দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে আলোচ্য ঘটনাটির সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকলেই তাদের একটিকে যা কার্য এবং অন্যটি কারণ হবে, এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন দুটি ঘটনাই তৃতীয় এক ঘটনার কার্য হতে পারে।

যেমন, দিনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি সপ্তাহের সাতটি দিনের তালিকা সংগ্রহ করে এবং প্রত্যেকটি দিনের আগে রাতকে পূর্ববর্তী ঘটনারূপে দেখে, অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে, সিদ্ধান্ত করা হয় যে, “রাত দিনের কারণ” তাহলে সহকার্যকে কারণরূপে গণ্য করার দোষ হবে। তেমনি, বিপরীতক্রমে, ‘দিনকে রাতের কারণ’ মনে করলেও একই দোষ ঘটবে। আসলে, রাত এবং দিন কোনোটিও অন্যটির কারণ অথবা কার্য নয়, তারা উভয়েই অপর একটি ঘটনার সহকার্য এবং সেটি হল পৃথিবীর আর্হিক গতিসূত্রাং, অস্থায়ী পদ্ধতির প্রয়োগে সহকার্যের কোনো একটিকে অন্যটির কারণরূপে গণ্য করার দোষ” ঘটনার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(ii) বহুকারণবাদী।

উত্তরঃ বহুকারণবাদ অনুসারে, একই কার্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি বহুকারণবাদের দোষে দুষ্ট। যুক্তিবিজ্ঞানী মিল এই দোষকে ‘অস্থায়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত দোষ’ বলেছেন, কেননা বহুকারণের সম্ভাবনা এই পদ্ধতির প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। বহুকারণবাদ সমর্থিত হলে, বিভিন্ন দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে উপস্থিত ঘটনাটি একটি আকস্মিক ঘটনায় পরিণত হয়, যার সঙ্গে আলোচ্য ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু ভ্রান্তিবশত অস্থায়ী পদ্ধতির প্রয়োগ করে ঐ দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুমান করা হয়। সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে বহুকারণবাদের দোষ দেখা দেয়।

যেমন, কোনো ডাক্তার চারবার একজন রোগীকে চার রকম ঔষধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে দিলেন এবং তার রোগ সেরে গেল। এর থেকে অস্থায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী রোগ নিরাময়ের কারণ নির্ণয় করতে গেলে বলতে হবে যে জলই হল রোগ নিরাময়ের কারণ। কিন্তু বাস্তবে ঐ চার রকম ঔষধই হল ঐ চারবার রোগ নিরাময়ের প্রকৃত কারণ। সুতরাং, বহুকারণের সম্ভাবনা অস্থায়ী পদ্ধতিকে দোষদুষ্ট করে তোলে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

বিভাগ-খ

১. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 24 = 24$

(i) ভাষায় প্রকাশিত অনুমানের আকারকে বলা হয়

- (a) যুক্তি (b) আশ্রয়বাক্য
(c) সিদ্ধান্ত (d) ন্যায়

উ: (a) যুক্তি

(ii) বৈধতার প্রশ্নটি সম্বন্ধিত হল

- (a) আরোহ যুক্তির সঙ্গে (b) উপমা যুক্তির সঙ্গে
(c) বৈজ্ঞানিক যুক্তির সঙ্গে (d) অবরোহ যুক্তির সঙ্গে

উ: (d) অবরোহ যুক্তির সঙ্গে

(iii) একটি আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত হয় সর্বদা

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) সম্ভাব্য (d) বৈধ।

উ: (c) সম্ভাব্য

(iv) একটি বচন সর্বদা

- (a) বৈধ / অবৈধ (b) সত্য / মিথ্যা
(c) নিশ্চিত / সম্ভাব্য (d) ব্যাপ্য / অব্যাপ্য

উ: (b) সত্য / মিথ্যা

(v) উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য হয়

- (a) *O* বচনে (b) *I* বচনে
(c) *E* বচনে। (d) *A* বচনে

উ: (b) *I* বচনে

(vi) যদি *E* বচনটি মিথ্যা হয় তাহলে একই উদ্দেশ্য বিধেয় যুক্ত *I* বচনটির সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) স্ববিরোধী
(c) মিথ্যা (d) অনিশ্চিত

উ: (a) সত্য

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(vii) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বিশেষ বচনের মধ্যে যে বিরোধিতা অবস্থান করে তাকে বলা হয়

- (a) বিপরীত বিরোধিতা (b) অধীন বিপরীত বিরোধিতা
(c) বিরুদ্ধ বিরোধিতা (d) অসম বিরোধিতা

উ: (b) অধীন বিপরীত বিরোধিতা

(viii) নিরপেক্ষ ন্যায়ের এমন মূর্তি যেখানে মধ্যপদ (হেতুপদ) উভয় আশ্রয়বাক্যে বিধেয় স্থান অধিকার করে সেটি হলো

- (a) প্রথম মূর্তি (b) চতুর্থ মূর্তি
(c) দ্বিতীয় মূর্তি (d) তৃতীয় মূর্তি

উ: (c) দ্বিতীয় মূর্তি

(ix) নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানে যে পদ সিদ্ধান্তের বিধেয় স্থানে বসে তাকে বলে

- (a) সাধ্যপদ (b) পক্ষপদ
(c) হেতুপদ (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: (a) সাধ্যপদ

(x) 'যদি p তবে q নয়, p/ ∴ q নয়' – এই যুক্তির আকারটি হল

- (a) M. T. (b) D. S.
(c) M. P. (d) এদের কোনোটিই নয়।

উ: (c) M. P.

(xi) বৈকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি সর্বদাই যে বচন হয় তা হল

- (a) বৈকল্পিক বচন (b) প্রাকল্পিক বচন
(c) নিরপেক্ষ বচন (d) স্ব-বিরোধী বচন

উ: (c) নিরপেক্ষ বচন

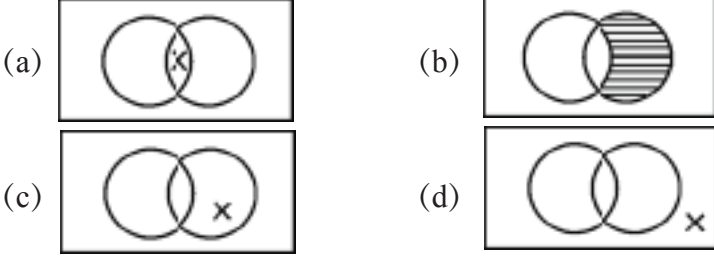
(xii) "সকল অ-S হয় P" এই বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল

- (a) $S\bar{P} = 0$ (b) $\bar{S}P = 0$
(c) $SP \neq 0$ (d) $\bar{S}\bar{P} = 0$

উ: (d) $\bar{S}\bar{P} = 0$

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xiii) “কোন কোন অ-ছাত্র হয় অ-কবি” — বচনটির ভেনচিত্রটি হলো



উ: (d)

(xiv) যদি p মিথ্যা হয় তাহলে $p \sim q$ -এর সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) সংশয়াত্মক (d) স্বতঃসত্য।

উ: (b) মিথ্যা

(xv) যদি $p \vee q$ মিথ্যা হয়, তাহলে $p = q$ -এর সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) মিথ্যা
(c) অনিশ্চিত (d) স্ববিরোধিতা

উ: (a) সত্য

(xvi) যে যৌগিক বচনের সত্যসারণীর কতকগুলি নিবেশন সত্য এবং কতকগুলি মিথ্যা হয় তাহলে বচনটি হল

- (a) স্বতঃসত্য (b) স্বতঃমিথ্যা
(c) আপাতিক (d) বিশ্লেষক

উ: (c) আপাতিক

(xvii) আরোহের বস্তুগত ভিত্তি কী?

- (a) প্রকৃতির একরূপতা নীতি এবং কার্যকারণ সূত্র (b) পরীক্ষণ এবং সত্যতা যাচাই
(c) পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ (d) গণনা এবং পরিমাপ

উ: (c) পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ

(xviii) “বিশেষ বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে সামান্য নিয়মে উপনীত হওয়াই হলো আরোহ অনুমান।” এটি বলেছেন

- (a) বেইন (b) মিল
(c) ফাউলার (d) জয়েস

উ: (d) জয়েস

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xix) আমরা এক বিশেষ সত্য থেকে আর এক বিশেষ সত্যে উপনীত হই যে আরোহ যুক্তিতে তার নাম হল

- (a) বৈজ্ঞানিক আরোহানুমান (b) অবৈজ্ঞানিক আরোহানুমান
(c) উপমা যুক্তি (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: (c) উপমা যুক্তি

(xx) “গুণের দিক থেকে কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় অগ্রবর্তী ঘটনা এবং পরিমাণের দিক থেকে কারণ হলো কার্যের সমান।” — একথা বলেছেন

- (a) কার্ভেথ রীড (b) জে. এস. মিল
(c) আই. এম. কোপি (d) ডব্লু. ভি. ও. কোয়াইন

উ: (a) কার্ভেথ রীড

(xxi) ‘বহুকারণবাদ’ কে সমর্থন করেন ?

- (a) অ্যারিস্টটল (b) কান্ট
(c) বেইন (d) হোয়েটলে।

উ: (c) বেইন

(xii) ‘ক’ হলো ‘খ’-এর ঘটার আবশ্যিক শর্ত — এ কথার অর্থ হল

- (a) যদি ‘ক’ নয় তবে ‘খ’ নয় (b) যদি ‘খ’ নয় তবে ‘ক’ নয়
(c) যদি ‘ক’ তবে ‘খ’ (d) যদি ‘খ’ তবে ‘ক’।

উ: (a) যদি ‘ক’ নয় তবে ‘খ’ নয়

(xxiii) নিম্নোক্ত সাংকেতিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে মিলের যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হলো

পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
ABC	abc
ADE	ade
AFG	afg

∴ A হলো a-এর কারণ।

- (a) অস্বয়ী পদ্ধতি (b) ব্যাতিরেকী পদ্ধতি
(c) মিশ্র পদ্ধতি বা অস্বয়ী-ব্যাতিরেকী পদ্ধতি (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি।

উ: (a) অস্বয়ী পদ্ধতি

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xxiv) মিলের যে আরোহমূলক পদ্ধতিতে কেবল দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত যাচাই করা হয় সেটি হলো

(a) অন্নয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি

(b) ব্যতিরেকী পদ্ধতি

(c) অন্নয়ী পদ্ধতি

(d) সহপরিবর্তন পদ্ধতি।

উ: (b) ব্যতিরেকী পদ্ধতি

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) সিদ্ধান্ত বলতে কী বোঝো?

উ: কোন যুক্তিতে যে বাক্যকে প্রমাণ করা হয়, তা হল সিদ্ধান্ত।

অথবা

যুক্তির বৈধতা বলতে কী বোঝো?

উ: যুক্তির বৈধতা বলতে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তের অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়াকে বোঝায়।
বৈধ যুক্তির আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত কখনোই মিথ্যা হতে পারে না।

(ii) বচনের বিরোধিতার আবশ্যিক শর্ত কী?

উ: বচনের বিরোধিতার আবশ্যিক শর্ত হল, সমজাতীয় নিরপেক্ষ বচন দুটির মধ্যে গুণ বা পরিমাণ বা গুণ ও পরিমাণ উভয়েরই পার্থক্য থাকা।

অথবা

“কোনো মানুষ নয় সৎ” — বচনটির ‘অসম-বিরোধী’ বচন কী হবে?

উ: অসম বিরোধী বচনটি হল, কোন কোন মানুষ নয় সৎ (O)।

(iii) বিপরীত বিরোধিতা ও অধীন বিপরীত বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য করো।

উ: বিপরীত বিরোধিতা হল দুটি সমান্য বচনের সম্পর্ক অধীন বিপরীত বিরোধিতা হল দুটি বিশেষ বচনের সম্পর্ক।

(iv) বিবর্তনে বৈধতার গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি কী?

উ: বিবর্তনের বৈধতার গুণ সংক্রান্ত নিয়মটি হল, বিবর্তনের আশ্রয়বাক্যের গুণ সিদ্ধান্তে পরিবর্তিত হয়।

অথবা

“সকল মানুষ হয় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব।” — বচনটির আবর্তন করো।

উ: (A) সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব—আবর্তনীয়।

(I) কোনো কোনো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হয় মানুষ—আবর্তিত।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(v) প্রাকল্পিক ন্যায়ের **Modus Tollens (M.T.)** আকারের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: MT আকারের দৃষ্টান্ত হল, যদি p তবে q

এমন নয় যে q

∴ এমন নয় যে p।

অথবা

“বিসংবাদী বিকল্প” বলতে কি বোঝো?

উ: যখন কোন বৈকল্পিক বচনে বিকল্প দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ একসঙ্গে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন তা হল বিসংবাদী বিকল্প। যেমন- কুকুরটি জীবিত অথবা মৃত।

(vi) ‘বিকল্প পরিগ্রহজনিত দোষ’-এর একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উ: দৃষ্টান্ত : সে কবি অথবা সে দার্শনিক

সে দার্শনিক

সে কবি নয়

অথবা

‘অনুগ স্বীকার জনিত দোষ কখন ঘটে?

উ: যখন গঠনমূলক প্রাকল্পিক ন্যায়ের অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে অনুগকে স্বীকার করে সিদ্ধান্তে পূর্বগকে স্বীকার করা হয় তখন ‘অনুগ স্বীকার জনিত দোষ’ ঘটে।

(vii) “অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য” কাকে বলে?

উ: কোন বচনের উদ্দেশ্য পদ দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীর বাস্তব সদস্য আছে, সেকথা ঐ বচনে ঘোষিত হওয়া হল অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য।

অথবা

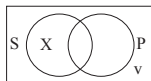
‘A’ নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ব্যাখ্যা কি?

উ: ‘A’ নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ব্যাখ্যাটি হল, উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণীর সকল সদস্যই বিধেয় পদ নির্দেশিত শ্রেণীর সদস্য।

(viii) ভেনচিত্রে প্রকাশ করো : “কোন কোন দার্শনিক নয় কবি।”

উ: কোন কোন দার্শনিক নয় কবি।

কোন কোন S নয় P $\rightarrow S \bar{P} \neq O$



5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(ix) ফলস্বস্তক কাকে বলে ?

উ: সত্যসারণীর যে স্বস্তে নির্দেশক স্বস্তের সত্যমূল্যের ভিত্তিতে সমগ্র বচনাকারের সত্যমূল্য নির্ণয় করা হয় তা হল ফলস্বস্তক।

(x) কখন একটি দ্বি-প্রাকল্পিক বচন মিথ্যা হয় ?

উ: দ্বি-প্রাকল্পিক বচনের অস্বর্গত একটি অপ্তবাক্য সত্য এবং অন্যটি মিথ্যা হলে দ্বি-প্রাকল্পিক বচন মিথ্যা হয়।

অথবা

‘ $P \equiv \sim P$ ’ বচনটি কখন মিথ্যা হয় ?

উ: P সত্য বা মিথ্যা হলে $p \equiv \sim P$ বচনটি মিথ্যা হয়।

(xi) অবৈজ্ঞানিক আরোহ-অনুমানকে কী মূল্যহীন বলা যায় ?

উ: অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান মূল্যহীন নয়, কারণ এই প্রকার অনুমান কার্য-কারণ সম্পর্কের ইঞ্জিত দিয়ে থাকে।

(xii) “আরোহ সংক্রান্ত লাফ” বলতে কি বোঝায় ?

উ: বিশেষ কতকগুলি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে তার ভিত্তিতে সামান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেলে এক প্রকার লাফ দিতে হয়। একেই আরোহমূলক লাফ বা ঝুঁকি বলে।

(xiii) উপমা যুক্তি মূল্যায়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড কি ?

উ: উপমায়ুক্তি মূল্যায়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হল, সাদৃশ্যের প্রাসঙ্গিকতা।

(xiv) কারণ সম্পর্কে লৌকিক অভিমত কি ?

উ: কারণ সম্পর্কে লৌকিক মতটি হল, কারণ হল পূর্ববর্তী ঘটনা যা কার্য ঘটায়।

(xv) কারণের সদর্থক শর্ত বলতে কী বোঝায় ?

উ: যে শর্ত উপস্থিত থেকে কার্য ঘটায়, তাকে সদর্থক শর্ত বলে।

অথবা

“যদি A ঘটে তবে B নামক ঘটনাটিও ঘটে” — এখানে A, B-এর কিরূপ শর্ত ?

উ: এখানে A, B-এর পর্যাপ্ত শর্ত।

(xvi) বহু কারণবাদের সমস্যা দূর করার একটি উপায় উল্লেখ করো।

উ: কার্যের মতো কারণকে সার্বিক অর্থে গ্রহণ করলে বহু কারণবাদের সমস্যা দূর করা যায়।

Philosophy

২০১৮

ক-বিভাগ

১) a) নিরপেক্ষ বচন বলতে কী বোঝো? উদাহরণ-সহযোগে নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ বচনের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। বচনের সংযোজকের কাজ কী? ২+৪+২

উত্তরঃ প্রথম অংশের উত্তরের জন্য ২০১৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিকের ১নং প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দাও।

নিরপেক্ষ বচনে একটি অংশ অন্য অংশ সম্পর্কে শর্ত নিরপেক্ষভাবে স্বীকৃত। অস্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সাপেক্ষ বচনে একটি অংশের সাথে অন্য অংশের সম্পর্ক শর্তসাপেক্ষ। সাপেক্ষ বচন দুই প্রকারঃ প্রাকল্পিক বচন এবং বৈকল্পিক বচন। নীচের উদাহরণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ এবং সাপেক্ষ বচনের পার্থক্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলোঃ নিরপেক্ষ বচনঃ

(ক) সকল মানুষ হয় মরণশীল। - সামান্য সদর্থক বচন

(খ) কোনো মানুষ নয় সৎ। - বিশেষ নঞর্থক বচন

সাপেক্ষ বচনঃ (ক) যদি রাম আসে তবে শ্যাম যাবে। - প্রাকল্পিক বচন

(খ) হয় রাম আসবে অথবা শ্যাম যাবে - বৈকল্পিক বচন

নিরপেক্ষ বচনের দুটি অংশঃ উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। একটি অংশ অন্যটির সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। অথবা আংশিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। উপরের নিরপেক্ষ বচনদুটির মধ্যে প্রথমটিতে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' বিধেয় পদ 'মরণশীল' সম্পর্কে সার্বিকভাবে এবং শর্তনিরপেক্ষতারসাথে স্বীকৃত হয়েছে এবং বিধেয় পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আংশিকভাবে শর্তনিরপেক্ষতারসাথে স্বীকৃত হয়েছে।

অন্যদিকে সাপেক্ষ বচনের ক্ষেত্রে একটি অংশ অন্য অংশের উপর শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়ে থাকে। প্রাকল্পিক বচনের দুটি অংশঃ পূর্বগ এবং অনুগ। এই বচনে অনুগ অংশের (শ্যামের যাওয়া) সত্যতা বা মিথ্যাত্ব সম্পূর্ণভাবে পূর্ব অংশের (রামের আসা) উপর নির্ভর করে থাকে। বৈকল্পিক বচনের অংশকে বলে বিকল্প। এই বচনে দুটি বিকল্পের মধ্যে একটি বিকল্পের (রামের আসা) সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অন্য বিকল্পের (শ্যামের যাওয়া) উপর নির্ভরশীল।

নিরপেক্ষ বচনে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য সংযোজক ব্যবহার করা হয়। সংযোজক কোনো পদ নয়, এটি হল একটি শব্দ। বচনের ক্ষেত্রে

সংযোজকের উল্লেখ স্পষ্টভাবে করা প্রয়োজন হয়। 'মানুষ মরণশীল' —এটি ব্যাকরণের বাক্য হলেও সেটি বচন নয় কেননা এখানে সংযোজকটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি,

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

এটিকে যখন মানুষ হয় মরণশীল বলা হবে সেটি হবে বচন সংযোজকটি সর্বদা 'হওয়া' ক্রিয়ার বর্তমান কালের কোনো রূপ হবে। বাংলায় সেই শব্দগুলি হলঃ হন, হয়, হই ইত্যাদি। নঞর্থক হলে সেগলি হবে 'হয় না', 'হন না', 'হই না' ইত্যাদি। ইংরাজিতে সেই শব্দগুলি হবেঃ 'am', 'is',- 'are'।

অথবা, নীচের বাক্যগুলিকে তর্কবিদ্যাসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো এবং তাদের গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ করোঃ (১+১)×৪

(i) কেবল পরিশ্রমীরাই সফল হয়।

L.F. সকল সফল ব্যক্তি হয় পরিশ্রমী ব্যক্তি (A)

প্রদত্ত বচনটির গুণ হল সদর্থক এবং পরিমাণ হল সামান্য।

(ii) শিশুরা ছাড়া আর কেউ সরল নয়।

L.F. সকল সরল ব্যক্তি হয় শিশু (A)

প্রদত্ত বচনটির গুণ হল সদর্থক এবং পরিমাণ হল সামান্য।

(iii) অসৎ ব্যক্তিরাই কদাচিৎ সুখী হয়।

LF. কোনো কোনো অসৎ ব্যক্তি নয় সুখী ব্যক্তি (O)

প্রদত্ত বচনটির গণ হল নঞর্থক এবং পরিমাণ হল বিশেষ।

(iv) বৃত্তাকার বর্গক্ষেত্র নেই।

L.F. কোনো বর্গক্ষেত্র নয় বৃত্তাকার ক্ষেত্র (E)

প্রদত্ত বচনটির গণ হল নঞর্থক এবং পরিমাণ হল সামান্য।

b) আবর্তনের নিয়মগুলি উদাহরণসহ উল্লেখ করো। O বচনের আবর্তন সম্ভব নয় কেন? কোনো ক্ষেত্রে কি A বচনের সরল আবর্তন সম্ভব? আলোচনা কর। ৩+২+৩

উত্তরঃ অমাধ্যম অনুমান হিসাবে আবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসৃত হয় :
(১) যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তের বিধেয় হয়। (২) যুক্তিবাক্যের বিধেয় সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হয়। (৩) যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের গণ অভিন্ন হয়। অর্থাৎ যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হয় এবং যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হয়। (৪) যুক্তিবাক্যে যে পদ ব্যাপ্য হয়নি সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না।

নীচের উদাহরণের সাহায্যে আবর্তনের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করা হলঃ

যুক্তিবাক্যঃ কোনো কোনো মানুষ হয় কবি (১)

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ কোনো কোনো কবি হয় মানুষ (১)

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উপরের আবর্তনের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ‘মানুষ’ সিদ্ধান্তের বিধেয় হয়েছে। যুক্তিবাক্যের বিধেয় ‘কবি’ সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হয়েছে। যুক্তিবাক্যের এবং সিদ্ধান্তের গুণ সদর্থক উক্ত যুক্তিবাক্যে কোনো পদই ব্যাপ্য হয়নি, কাজেই সিদ্ধান্তেও কোনো পদ ব্যাপ্য হতে পারে না।

O বচনের বৈধ আবর্তন সম্ভব নয়, কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়ঃ

যুক্তিবাক্যঃ কোনো কোনো মানুষ নয় সৎ ব্যক্তি (O)

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ কোনো কোনো সৎ ব্যক্তি নয় মানুষ (O)

O বচনের উপরের আবর্তনটি অবৈধ কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী যে পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য নয় সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না’ কিন্তু এখানে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য না হলেও সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। এটি আবর্তনের নিয়ম বিরুদ্ধ। এই কারণে বলা হয় যে O বচনের আবর্তন বৈধ নয়।

সাধারণভাবে A বচনের সরল আবর্তন হয় না, কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে A বচনের সরল আবর্তন করা যায়ঃ

(১) সংজ্ঞার্থমূলক A বচনের ক্ষেত্রে সরল আবর্তন সম্ভব। যেমন,

যুক্তিবাক্যঃ সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব (A)

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ সকল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব হয় মানুষ (A)

(২) পুনরুক্তিমূলক বচনের ক্ষেত্রে সরল আবর্তন সম্ভব। যেমন,

যুক্তিবাক্যঃ সকল গাছ হয় উদ্ভিদ (A)

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ সকল উদ্ভিদ হয় গাছ (A)

(৩) নির্দিষ্টবিশিষ্টপদ যুক্ত বচনের ক্ষেত্রে সরল আবর্তন সম্ভবঃ যেমন,

যুক্তিবাক্যঃ বরীন্দনাথ হন বিশ্বকবি (A)।

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ বিশ্বকবি হন বরীন্দনাথ (A)

অথবা, বিবর্তন কাকে বলে? বিবর্তনের গুণ ও পরিমাণের নিয়মদুটি উল্লেখ করো।

(২+২)

উত্তরঃ যে একপ্রকার অবরোহমূলক অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্যের এবং সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যকে অভিন্ন রেখে এবং যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদের বিরুদ্ধ পদকে

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সিদ্ধান্তের বিধেয় করা হয় এবং যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণকে ভিন্ন করা হয় এবং যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের পরিমাণকে অভিন্ন রেখে সিদ্ধান্ত নিঃসরণ করা হয় তাকে বলা হয় বিবর্তন। যেমন,

যুক্তিবাক্যঃ কোনো মানুষ নয় দেবতা (E)

সুতরাং, সিদ্ধান্তঃ সকল মানুষ হয় অ-দেবতা (A)

এই অনুমানে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’, যুক্তিবাক্যের বিধেয়র বিরুদ্ধ পদ ‘অ-দেবতা’ সিদ্ধান্তের বিধেয় হয়েছে। যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের গুণ ভিন্ন, অর্থাৎ যুক্তিবাক্য নঞর্থক এবং সিদ্ধান্ত সদর্থক হয়েছে। যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের পরিমাণ অভিন্ন, অর্থাৎ উভয়ই সামান্য হয়েছে।

বিবর্তনের গুণ সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে বিবর্তনের যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের গুণ ভিন্ন হবে। অর্থাৎ, যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে এবং যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে।

বিবর্তনের পরিমাণ সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে বিবর্তনের যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের পরিমাণ অভিন্ন হবে। অর্থাৎ, যুক্তিবাক্য সামান্য হলে সিদ্ধান্ত সামান্য হবে এবং যুক্তিবাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে।

নিম্নোক্ত বাক্যগুলির আবর্তন করোঃ

(১×৪)

(i) সৈনিকরা অবশ্যই দেশপ্রেমিক।

L.F. সকল সৈনিক হয় দেশপ্রেমিক (A)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো কোনো দেশপ্রেমিক হয় সৈনিক (A)

(ii) সাদা বাঘ আছে।

L.F. কোনো কোনো বাঘ হয় সাদা প্রাণী (১)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো কোনো সাদা প্রাণী হয় বাঘ (১)

(iii) লাল সাদা নয়।

L.F. কোনো লাল বস্তু নয় সাদা বস্তু (E)

সুতরাং, আবর্তিতঃ কোনো সাদা বস্তু নয় লাল বস্তু (E)

(iv) চকচক করে এমন সকল বস্তু সোনা নয়।

L.F. কোনো কোনো চকচকে বস্তু নয় সোনা (O)

সুতরাং, আবর্তিতঃ O বচনের বৈধ আবর্তন সম্ভব নয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

c) নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থান উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করোঃ (8+8)

(i) সে কাপুরুষ কেননা সে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীরা সর্বদাই কাপুরুষ।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিবিধানসম্মত আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল মিথ্যাবাদী হয় কাপুরুষ (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ সে হয়মিথ্যাবাদী (A)

সিদ্ধান্তঃ সে হয় কাপুরুষ (A) সংস্থানঃ প্রথম, মূর্তিঃ BARBARA

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি বৈধ কেননা এখানে ন্যায়ের বৈধতার সমস্ত নিয়ম মানা হয়েছে। এই অনুমানে হেতুপদ 'মিথ্যাবাদী প্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়েছে। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদ অর্থাৎ পক্ষপদ 'সে' সিদ্ধান্তে যেমন ব্যাপ্য হয়েছে তেমনি সেটি অপ্রধান যুক্তিবাক্যেও ব্যাপ্য হয়েছে। এইভাবে নিয়মগলি অনুসৃত হওয়ায় ন্যায় অনুমানটি বৈধ হয়েছে। হেতুপদের অবস্থান অনুযায়ী এই ন্যায় অনুমানটি প্রথম সংস্থানের অন্তর্গত একটি বৈধ মূর্তি, নাম BARBARAI

(ii) তিনি ধানী নন কারণ তিনি সুবক্তা নন একমাত্র ধানী ব্যক্তিরাই সুবক্তা হন।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিবিধানসম্মত আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল সুবক্তা হন ধানী ব্যক্তি (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ তিনি নন সুবক্তা (E)

সিদ্ধান্তঃ তিনি নন ধানী ব্যক্তি (E)

সংস্থানঃ প্রথম, মূর্তিঃ AEE

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি অবৈধ কেননা এখানে ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। ঐ নিয়মে বলা হয়েছে যে, কোনো পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য না হলে সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না এখানে সাধ্যপদ 'ধানী ব্যক্তি' সাধ্য যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য না হলেও সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হয়েছে। এইভাবে ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ায় ন্যায় অনুমানটি অবৈধ হয়েছে এবং সেটিতে অবৈধ সাধ্য দোষ দেখা দিয়েছে।

অথবা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপযুক্ত উদাহরণসহকারে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ 8+8

(i) নিরপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থান

উত্তরঃ নিরপেক্ষ ন্যায়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে উপস্থিত থাকে হেতুপদা হেতুপদ এইভাবে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

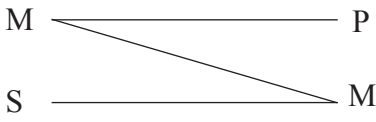
যুক্তিবাক্যদুটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের ভিন্ন অবস্থানের ভিত্তিতে হেতুপদ বিভিন্নভাবে অবস্থান করতে পারে এইভাবে হেতুপদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ভিত্তিতে ন্যায় অনুমানের যে ভিন্ন ভিন্ন আকার পাওয়া যায় তাকে বলে নিরপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থান। যেহেতু হেতুপদ উদ্দেশ্য-বিধেয়র মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক চার প্রকার স্থানে বসতে পারে তাই নিরপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থান চার প্রকারঃ

প্রথম সংস্থানে হেতুপদ প্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয় স্থানে বসে।

দ্বিতীয় সংস্থানে হেতুপদ প্রধান যুক্তিবাক্যে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয় স্থানে বসে। তৃতীয় সংস্থানে হেতুপদ প্রধান যুক্তিবাক্যে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে বসে।

চতুর্থ সংস্থানে হেতুপদ প্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয় স্থানে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে বসে।

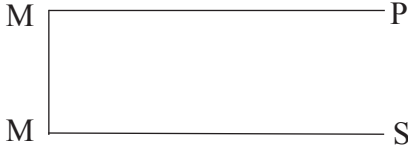
নীচে চিত্রের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ন্যায়ের বিভিন্ন সংস্থান উল্লেখ করা হলঃ



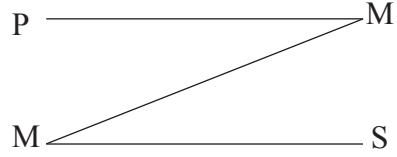
প্রথম সংস্থান



দ্বিতীয় সংস্থান



তৃতীয় সংস্থান



চতুর্থ সংস্থান

(ii) নিরপেক্ষ ন্যায়ের সাধ্যপদ, পক্ষপদ এবং হেতুপদের কাজ।

উত্তরঃ মাধ্যম অনুমান হিসাবে নিরপেক্ষ ন্যায়ের তিনটি পদ থাকেঃ পক্ষপদ, সাধ্যপদ এবং হেতুপদ। সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ হল সাধ্য পদ বা প্রধান পদ। একে P দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই পদটি যে যুক্তিবাক্যে থাকে তাকে বলে সাধ্য বা প্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদকে বলা হয় পক্ষপদ বা অপ্রধান পদ। একে (দ্বারা) চিহ্নিত করা হয়। এই পদ যে যুক্তিবাক্যে থাকে তাকে বলে পক্ষ বা অপ্রধান যুক্তিবাক্য। যে পদ দুটি যুক্তিবাক্যে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তার নাম হেতুপদ বা মধ্যপদ। একে M দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হেতুপদ দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

- d) মিলের সংযুক্ত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করোঃ সংজ্ঞা, আকার, দৃষ্টান্ত, সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। ১+২+১+২+২

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৬ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

অথবা, “সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় প্রচুর নারকেল গাছ জন্মায়। সুতরাং, সমুদ্র তীরবর্তী আবহাওয়া নারকেল গাছ জন্মাবার কারণ।”- ওপরের দৃষ্টান্তে মিলের কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? সেটি ব্যাখ্যা করো। চিহ্নিতকরণ, সংজ্ঞা, আকার সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। ১+২+১+২+২

উত্তরঃ উপরের অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাকী অংশের উত্তরের জন্য ২০১৮ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

- e) নীচের আরোহ যুক্তিগলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করোঃ ৪+৪

- (i) যখনই পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম খাই, সেদিনই পরীক্ষা খারাপ হয়। সুতরাং ডিম অশুভ। উত্তরঃ উপরের অনুমানটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্তে ডিম খেয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া এবং পরীক্ষা খারাপ হওয়াএই দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হল যে, ডিম অশুভ। কিন্তু বাস্তবে ডিম খাওয়ার সাথে পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। ভ্রান্তিবশত একটি অপ্রয়োজনীয় এবং অবাস্তব বিষয়কে অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করায় অনুমানের সিদ্ধান্তে দোষ দেখা দিয়েছে। দোষটির নাম হল অবাস্তব বিষয়কে কারণ হিসাবে গণ্য করার দোষ।
- (ii) কলকাতায় বৃষ্টি হল এবং মুম্বাইয়ে বন্যা দেখা দিল। সুতরাং, কলকাতার বৃষ্টি মুম্বাইয়ের বন্যার কারণ।

উত্তরঃ উপরের অনুমানটিতে মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের দুটি দৃষ্টান্ত রয়েছেঃ নঞর্থক দৃষ্টান্তে দেখা গেছে যে, কলকাতার বৃষ্টি এবং মুম্বাইয়ের বন্যা-এই দুটি বিষয় অনুপস্থিতি এবং সদর্থক দৃষ্টান্তে এই দুটি বিষয় একসাথে উপস্থিত। এই দুটি দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, কলকাতার বৃষ্টি হল মুম্বাইয়ের বন্যার কারণ। কিন্তু বাস্তবে এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। গুরুত্বহীন অপ্রয়োজনীয় দুটি বিষয়কে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ করার জন্য এই অনুমানের সিদ্ধান্তে দোষ দেখা দিয়েছে। এই দোষটির নাম কাকতালীয় দোষ।

(i) মন্দ উপমা।

উত্তরঃ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২০১৬ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

(ii) আবশ্যিক শর্তকে সম্পূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য করা জনিত দোষ। উত্তরঃ কারণ হল আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তের সমষ্টি। অনেকসময়তেই আমরা একটি কারণের মধ্যে বর্তমান এইসব শর্তগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। আমরা কার্যের পূর্বে এই শর্তগুলির যেকোনো একটিকে উপস্থিত থাকতে দেখে সেটিকেই ভ্রান্তিবশত সমগ্র কারণ বলে নির্দেশ করে থাকি। যদিও বাস্তবে কার্যের উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের সমস্ত শর্তগুলিকে বিবেচনার মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এইভাবে কোনো অনুমানে যদি সমস্ত শর্তগুলিকে বিবেচনা না করে একটিমাত্র শর্তকে যদি সমগ্র কারণ বলে বিবেচনা করা হয় তবে অনুমানের সিদ্ধান্তে যে দোষ দেখা দেয় তার নাম আবশ্যিক শর্তকে সম্পূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য করা জনিত দোষ।

যেমন, সূর্যের আলো না থাকলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না দেখে সিদ্ধান্ত করা হল যে সূর্যের আলোই উদ্ভিদের বৃদ্ধির কারণ। এই যুক্তির সিদ্ধান্তে একটি দোষ দেখা দিয়েছে। এখানে এমন একটি বিষয়কে কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যেটি কার্যের উৎপত্তির একটি আবশ্যিক শর্ত, কিন্তু সমগ্র কারণ নয়। আরো এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলি গাছের বৃদ্ধির জন্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। যেমন, ভালো সার, ভালো জলসেচ, আদর্শ আবহাওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়। এইসব বিষয়গুলিকে আদৌ বিবেচনা না করে অস্বীকার পদ্ধতির সাহায্যে ভ্রান্তিবশত একটিমাত্র শর্তকে সমগ্র কারণ বলে গণ্য করার অনুমানের সিদ্ধান্তে যে দোষ দেখা দিয়েছে তার নাম হল আবশ্যিক শর্তকে সম্পূর্ণ কারণ হিসাবে গণ্য করা জনিত দোষ।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

বিভাগ - খ

1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ডানদিকে নীচে প্রদত্ত বাক্সে লেখো : 1 × 24 = 24

(i) 'Logos' শব্দটির অর্থ হলো

- | | |
|------------|------------|
| (a) অনুমান | (b) চিন্তা |
| (c) বচন | (d) সংবেদন |

উ: (b) চিন্তা

(ii) বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্নটি -এর সাথে যুক্ত।

- | | |
|----------------------|------------------|
| (a) আরোহ যুক্তি | (b) অবরোহ যুক্তি |
| (c) বৈজ্ঞানিক যুক্তি | (d) উপমা যুক্তি |

উ: (b) অবরোহ যুক্তি

(iii) বৈধ অবরোহ যুক্তির সকল আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্তটি হবে

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) সত্য | (b) মিথ্যা |
| (c) অনিশ্চিত | (d) স্ব-বিরোধী |

উ: (a) সত্য

(iv) একটি আদর্শ নিরপেক্ষ বচনের অংশ হলো

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) দুটি | (b) তিনটি |
| (c) চারটি | (d) ছয়টি |

উ: (c) চারটি

(v) যে বচনে কেবল বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয় তা হলো

- | | |
|-------|-------|
| (a) A | (b) E |
| (c) I | (d) O |

উ: (d) O

(vi) বচনের বিরোধানুমান হলো এক প্রকার

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) মাধ্যম অনুমান | (b) অমাধ্যম অনুমান |
| (c) ন্যায় অনুমান | (d) যৌগিক যুক্তি |

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উ: (b) অমাধ্যম অনুমান

(vii) অধীন বিপরীত বিরোধিতা হয়

(a) A এবং O বচনের মধ্যে (b) A এবং E বচনের মধ্যে

(c) I এবং O বচনের মধ্যে (d) E এবং I বচনের মধ্যে

উ: (c) I এবং O বচনের মধ্যে

(viii) “কোনো বৈধ নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমানে সিদ্ধান্তে পক্ষপদ ব্যাপ্য হলে তাকে অবশ্যই পক্ষ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হতেই হবে।” — এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে দোষ হয় তা হলো

(a) চারিপদ ঘটিত দোষ (b) অব্যাপ্য পক্ষ দোষ

(c) অবৈধ পক্ষ দোষ (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: (c) অবৈধ পক্ষ দোষ

(ix) DIMARIS মূর্তিটি বৈধ হয়

(a) প্রথম সংস্থানে (b) দ্বিতীয় সংস্থানে

(c) তৃতীয় সংস্থানে (d) চতুর্থ সংস্থানে।

উ: (d) চতুর্থ সংস্থানে

(x) প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ যুক্তির কোন বাক্যটি প্রাকল্পিক বচন ?

(a) প্রধান আশ্রয়বাক্য (b) অপ্রধান আশ্রয়বাক্য

(c) তৃতীয় আশ্রয়বাক্য (d) সিদ্ধান্ত

উ: (a) প্রধান আশ্রয়বাক্য

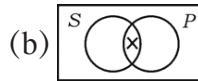
(xi) হয় p না হয় q হয় একটি

(a) বৈকল্পিক বচন (b) নিরপেক্ষ বচন

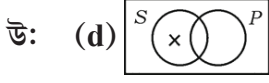
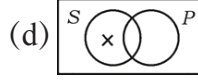
(c) প্রাকল্পিক বচন (d) যৌগিক বচন

উ: (a) বৈকল্পিক বচন

(xii) “কোনো শিক্ষক নয় অ-শিক্ষিত” বচনটির ভেনচিত্রটি হলো



5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS



(xiii) “কোনো অ-S নয় অ-P” এই বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল —

- (a) $SP = O$ (b) $\bar{S}P = O$
 (c) $S\bar{P} = O$ (d) $S\bar{P} = O$

উ: (d) $SP = O$

(xiv) যে যৌগিক বচনের সত্যসারণীর সবকটি নিবেশন দৃষ্টান্ত সত্য হয় তাকে বলে

- (a) স্বতঃসত্য (b) স্বতঃমিথ্যা
 (c) আপাতিক (d) বিশ্লেষক

উ: (a) স্বতঃসত্য

(xv) $p \supset q$ — এই যৌগিক বচনটি মিথ্যা হবে যদি

- (a) P সত্য এবং Q মিথ্যা হয় (b) P মিথ্যা এবং Q মিথ্যা হয়
 (c) P মিথ্যা এবং Q সত্য হয় (d) P সত্য এবং Q সত্য হয়

উ: (a) p সত্য এবং q মিথ্যা হয়

(xvi) “ $p = \sim p$ ” — এই বচনাকারটি

- (a) স্বতঃসত্য (b) স্বতঃমিথ্যা
 (c) অনিয়ত (d) অসম্ভব

উ: (b) স্বতঃমিথ্যা

(xvii) আরোহ অনুমানের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্যটি হলো

- (a) সামান্যীকরণ (b) আরোহমূলক লাফ
 (c) বৈধতা (d) অবৈধতা

উ: (a) সামান্যীকরণ

(xviii) লৌকিক আরোহ অনুমানকে ‘শিশুসুলাভ’ অনুমান বলেছেন

- (a) মিল (b) হবস
 (c) জনসন্ (d) বেকন

উ: (b) বেকন

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xix) অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তটি কোন প্রকার বচন ?

- (a) সামান্য বিশ্লেষণ বচন (b) সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বচন
(c) বিশ্লেষণ বচন (d) সামান্য সংশ্লেষণ বচন

উ: (a) সামান্য বিশ্লেষণ বচন

(xx) কারণ' শব্দের দ্বারা পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্তকে নির্দেশ করেন

- (a) মিল (b) বেইন
(c) আই. এম. কোপি (d) কার্ভেথ রীড

উ: (a) মিল

(xxi) “অক্সিজেনের উপস্থিতি হলো দহনের কারণ” — এখানে ‘কারণ কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল

- (a) আবশ্যিক শর্ত (b) পর্যাপ্ত শর্ত
(c) বহুকারণবাদ (d) আবশ্যিক পর্যাপ্ত শর্ত

উ: (a) আবশ্যিক শর্ত

(xxii) শক্তির অবিনশ্বরতা'র সূত্রটি হলো

- (a) কারণের পরিমাণগত লক্ষণ (b) কারণের গুণগত লক্ষণ
(c) কারণের আবশ্যিক শর্ত (d) কারণের পর্যাপ্ত শর্ত

উ: (a) কারণের পরিমাণগত লক্ষণ

(xxiii) মিলের যে পদ্ধতিতে ‘কাকতালীয় দোষ’ হয় তা হলো

- (a) অস্বয়ী পদ্ধতি (b) ব্যাতিরেকী পদ্ধতি
(c) যুগ্ম পদ্ধতি (মিশ্র পদ্ধতি) (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি

উ: (b) ব্যাতিরেকী পদ্ধতি

(xxiv) মিলের যে আরোহ পদ্ধতিটি কোনো অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাকে বর্জন করতে পারে না তা হলো

- (a) অস্বয়ী পদ্ধতি (b) ব্যাতিরেকী পদ্ধতি
(c) যুগ্ম পদ্ধতি (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি

উ: (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) যুক্তি কাকে বলে ?

উ: যুক্তি হল কতগুলি সমষ্টি, যেখানে একটি বচনের সত্যতা অপর এক বা একাধিক বচনের সত্যতার দ্বারা সমর্থিত হয় বা সমর্থিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়।

অথবা

অবরোহ যুক্তি বলতে কি বোঝো ?

উ: যে যুক্তিরক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি এক বা একাধিক আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় এবং সিদ্ধান্তটি কখনোই আশ্রয়বাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হয় না, তাকে অবরোহ যুক্তি বলে।

(ii) অসম বিরোধিতার সত্যতার নিয়মটি লেখো।

উ: অসম বিরোধিতার সম্বন্ধযুক্ত সামান্য বচনটি সত্য হলে বিশেষ বচনটি সত্য হবে, কিন্তু সামান্য বচনটি মিথ্যা হলে বিশেষ বচনটি অনিশ্চিত হবে।

অথবা

“উভয় বচন একই সঙ্কে সত্য নয়।” — এটি কোন বিরোধিতার সত্যতার নিয়ম ?

উ: ‘উভয় বচন একই সঙ্কে সত্য নয়’। এটি বিপরীত বিরোধিতার সত্যতার নিয়ম।

(iii) বিরুদ্ধ বিরোধিতার মূল শর্তদুটি উল্লেখ করো।

উ: মূল শর্ত দুটি হল— (1) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি বচনের গুণ ও পরিমাণ উভয়ই পৃথক হবে।

(2) দুটি বচন একসঙ্গে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না।

(iv) E বচনের বিবর্তনের আবর্তিত বচনটি কী হবে ?

উ: ‘E’ বচনের বিবর্তনের আবর্তিত বচনটি ‘I’ বচন হবে।

অথবা

“অমানুষ কবি নেই।” — বচনটির বিবর্তন করো।

উ: L.F → (E) কোন কবি নয় অ-মানুষ।

(A) সকল কবি হয় মানুষ। (বিবর্তিত)

(v) একটি মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে কী দোষ হয় ?

উ: মিশ্র বৈকল্পিক ন্যায় অবৈধ হলে বিকল্প স্বীকার জনিত দোষ হয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

অথবা

বৈকল্পিক বচনে কমপক্ষে কয়টি বিকল্প থাকে?

উ: বৈকল্পিক বচনে কমপক্ষে দুটি বিকল্প থাকে।

(vi) বৈধতা / অবৈধতা নির্ণয় করো :

যদি লক বস্তুবাদী হন তবে তিনি দার্শনিক, লক দার্শনিক। সুতরাং তিনি বস্তুবাদী।

উ: আদর্শ আকার : যদি লক বস্তুবাদী হন তবে তিনি দার্শনিক লক দার্শনিক।

∴ লক বস্তুবাদী

উপরিউক্ত প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায়টি অবৈধ। ন্যায়টি ‘অনুগ-স্বীকার জনিত দোষ’-এ দৃষ্ট।

(vii) শূন্যগর্ভ শ্রেণি’ কাকে বলে?

উ: যে শ্রেণির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই তাকে শূন্যগর্ভ শ্রেণি বলে।

অথবা

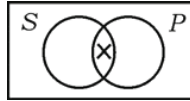
‘O’ নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ব্যাখ্যা কী?

উ: ‘O’ নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ব্যাখ্যা হল : উদ্দেশ্য পদ নির্দেশিত শ্রেণির কিছু সদস্য বিধেয় পদের বিরুদ্ধ পদ নির্দেশিত শ্রেণিরও বাক্য।

(viii) ভেনচিত্রে প্রকাশ করো :

“সাংবাদিকরা উপস্থিত

উ: $L.F \rightarrow (I)$ কোন কোন সাংবাদিক হয় উপস্থিত। কোন কোন S হয় $P \rightarrow SP \neq O$



(ix) ‘ $p \vee \sim p$ ’ বচনাকারটি কখন সত্য হয়?

উ: p সত্য বা মিথ্যা হলে ‘ $p \vee \sim p$ ’ বচনাকারটি সত্য হয়।

অথবা

আপত্তিক বচনাকার কিরূপ?

উ: যে বচনাকারের প্রধান স্তম্ভের প্রতিস্থাপন দৃষ্টান্তগুলি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত, তাই হল আপত্তিক বচনাকার।

(x) স্বতঃসত্য বাক্য কাকে ?

উ: যে বচনাকারের প্রধান স্তম্ভের সকল প্রতিস্থাপন দৃষ্টান্তই সত্য, তাকে স্বতঃসত্য বচনাকার বলে। যেমন- $p \vee \sim p$

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

অথবা

একটি সংযৌগিক বচন কখন মিথ্যা হয় ?

উ: সংযৌগিক বচনের যে কোন একটি সংযোগী মিথ্যা হলেই সংযৌগিক বচনটি মিথ্যা হয়।

(xi) আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তিগুলি কী কী ?

উ: আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হল- পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ।

অথবা

‘প্রকৃতির একরূপতা’ নীতি কাকে বলে ?

উ: ‘প্রকৃতির একরূপতা’ নীতির অর্থ হল প্রকৃতি অবস্থায় একইরূপ আচরণ করে।

(xii) বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি কী বচন ?

উ: বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হল সামান্য সংশ্লেষক বচন।

(xiii) সামান্যীকরণ বলতে কী বোঝায় ?

উ: যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে একজাতীয় কয়েকটি বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সমজাতীয় সকল বস্তু সম্বন্ধে একটি সার্বিক বচন প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকেই সামান্যীকরণ বলা হয়।

(xiv) কার্ভেথ রীড কীভাবে কারণের লক্ষণ দিয়েছেন ?

উ: কার্ভেথ রীড কারণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—“গুণের দিক থেকে কারণ হল কার্যের অব্যবহিত, শর্তান্তরহীন, অপরিবর্তনীয় অগ্রবর্তী ঘটনা এবং পরিমাণের দিক থেকে কারণ হল কার্যের সমান।

অথবা

কারণের পরিমাণগত লক্ষণের মূল ভিত্তিগুলি কী কী ?

উ: কারণের পরিমাণগত লক্ষণের মূল ভিত্তি হল (i) বস্তুর অবিনশ্বরতা নীতি এবং (ii) শক্তির অবিনশ্বরতা নীতি।

(xv) কারণ ও শর্তের মধ্যে মূল পার্থক্য কী ?

উ: কারণ হল শর্ত সমষ্টি বা সমগ্র ঘটনা, আর শর্ত হল কারণের অপরিহার্য অংশ যা কার্যকে ঘটায়।

(xvi) বহুকারণ সমন্বয়ের নীতিটি উল্লেখ করো।

উ: বহুকারণ সমন্বয়ের নীতিটি হল, অনেকগুলি কারণ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি কার্য উৎপন্ন করতে পারে।

Philosophy

২০১৯

ক-বিভাগ

১. a) নিরপেক্ষ বচনের গুণ ও পরিমাণ বলতে কী বোঝ ? দৃষ্টান্ত সহকারে নিরপেক্ষ বচনের শ্রেণিবিভাগ করো। ২+৬

উত্তরঃ নিরপেক্ষ বচনের যে বৈশিষ্ট্য একটি বচনকে সদর্থক বা নঞর্থক বলে চিহ্নিত করে তাকে বলে বচনের গুণ বলে। বচনের গুণের মাধ্যমে বচনের উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদের সাথে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি এই দুটির মধ্যে কোন সম্পর্কে আবদ্ধ তাকে নির্দেশ করা হয়। সদর্থক বচনে স্বীকৃতির সম্পর্কের কথা বলা হয় এবং নঞর্থক বচনে অস্বীকৃতির সম্পর্কের কথা বলা হয়ে থাকে।

নিরপেক্ষ বচনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল পরিমাণ যার মাধ্যমে আমরা উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্পর্ক সার্বিক না আংশিক তা বুঝে থাকি। সামান্য বচনে এই স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি সামান্য বা সার্বিক হয়ে থাকে এবং বিশেষ বচনে এই স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি বিশেষ বা আংশিক হয়ে থাকে। নিরপেক্ষ বচনকে গুণের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সদর্থক এবং (২) নঞর্থক।

সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সার্বিক বা আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়। নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সার্বিক বা আংশিকভাবে অস্বীকৃত হয়ে থাকে।

পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সামান্য এবং (২) বিশেষ।

সামান্য বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। বিশেষ বা আংশিক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে আংশিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণের মাধ্যমে এই শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করা হলোঃ (১) সকল মানুষ হয় মরণশীল (A)-বচনটিতে উদ্দেশ্যপদ ‘মানুষ’ সার্বিকভাবে বিধেয় পদ ‘মরণশীল’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে বিধেয় পদ ‘মরণশীল জীব’ আংশিকভাবে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে। তাই এই বচনটি হল সদর্থক বচন। (২) কোনো কোনো মানুষ নয় কবি (O)-বচনটিতে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ আংশিকভাবে বিধেয় পদ ‘কবি’ সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে বিধেয় পদ ‘কবি’ উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। তাই প্রথম বচনটি সদর্থক এবং দ্বিতীয় বচনটি নঞর্থক।

পরিমাণ অনুসারে নিরপেক্ষ বচনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) সার্বিক বা সামান্য এবং

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(খ) আংশিক বা বিশেষ সার্বিক বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। যেমন, “সকল মানুষ হয় মরণশীল’ বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ বিধেয় পদ মরণশীল জীব’ সম্পর্কে সার্বিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অন্যদিকে আংশিক বা বিশেষ বচনে উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদ যথাক্রমে বিধেয় বা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে আংশিকভাবে স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হয়। যেমন, কোনো কোনো মানুষ হয় কবি’ বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ বিধেয় পদ ‘কবি’ সম্পর্কে আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

গুণ এবং পরিমাণের সংযুক্ত নীতির ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বচনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। নীচের ছকের মাধ্যমে এই প্রকারগুলি উল্লেখ করা হলঃ

গুণ ও পরিমাণ	উদাহরণ	আকার	সংকেত
সামান্য সদর্থক	সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব	সকল S হয়	A
সামান্য নঞর্থক	কোনো মানুষ নয় দেবতা	কোনো S নয় P	E
বিশেষ সদর্থক	কোনো কোনো মানুষ হয় সং ব্যক্তি	কোনো কোনো S হয় P	I
বিশেষ নঞর্থক	কোনো কোনো মানুষ নয় পরিশ্রমী ব্যক্তি	কোনো কোনো S নয় P	O

- (i) সামান্য সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ সার্বিকভাবে বিধেয় পদ মরণশীল জীব’ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।
- (ii) সামান্য নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ সার্বিকভাবে বিধেয় পদ ‘দেবতা সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে।
- (iii) বিশেষ সদর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ আংশিকভাবে বিধেয় পদ ‘সং ব্যক্তি সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে।
- (iv) বিশেষ নঞর্থক বচনে উদ্দেশ্য পদ ‘মানুষ’ আংশিকভাবে বিধেয় পদ ‘পরিশ্রমী ব্যক্তি সম্পর্কে অস্বীকৃত হয়েছে।

অথবা, নীচের বাক্যগুলি তর্কবিদ্যাসম্মত বচনে রূপান্তরিত করো ও তাদের কোনকোনপদ ব্যাপ্য ও অব্যাপ্য তা উল্লেখ করো। (১+১) × ৮

- (i) যে কেউ এ কাজ করতে পারে।

উত্তরঃ সকল ব্যক্তি হয় ব্যক্তি যারা এই কাজ করতে পারে (A)

প্রদত্ত বচনটির উদ্দেশ্য পদ ব্যক্তি ব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ ব্যক্তি যারা এই কাজ করতে পারে’ অব্যাপ্য।

- (ii) কাঁচা আম সাধারণত টক হয়।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

উত্তরঃ কোনো কোনো কাঁচা আম হয় টক ফল (I)

প্রদত্ত বচনটির উদ্দেশ্য পদ ‘কাঁচা আম’ এবং বিধেয় পদ ‘টক ফল’ উভয়ই অব্যাপ্য।

(iii) অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্তন্যপায়ী হতে পারে না।

উত্তরঃকোনো অমেরুদণ্ডী প্রাণী নয় স্তন্যপায়ী প্রাণী (E)

প্রদত্ত বচনটির উদ্দেশ্য পদ ‘অমেরুদণ্ডী প্রাণী’ এবং বিধেয় পদ ‘স্তন্যপায়ী প্রাণী’ উভয়ই ব্যাপ্য।

(iv) সবাই সাধু নয় যারা গির্জায় যায়।

উত্তরঃ কোনো কোনো গির্জায় যাওয়া ব্যক্তি নয় সাধু (O)

প্রদত্ত বচনটির উদ্দেশ্য পদ ‘গির্জায় যাওয়া ব্যক্তি’ অব্যাপ্য এবং বিধেয় পদ ‘সাধু ব্যাপ্য।

b) দ্বৈতান্তসহ মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের পার্থক্য করো। নিষেধমূলক আবর্তন বলতে কী বোঝো? এই প্রকার আবর্তন কী বৈধ? 8+2+2

উত্তরঃ অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত একটি যুক্তিবাক্য থেকে নিঃসৃত হচ্ছে বা একাধিক যুক্তিবাক্য থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে মাধ্যম ও অনুমান —এই দুই ভাগে বিভক্ত। অমাধ্যম অনুমানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয়। এখানে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্য কোনো বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে না। আবর্তন, বিবর্তন, বিরোধানুমান ইত্যাদি হল অমাধ্যম অনুমানের উদাহরণ।

অন্যদিকে, যে অবরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তটি একাধিক যুক্তিবাক্য থেকে সম্মিলিতভাবে অনিবার্যতার সাথে নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় মাধ্যম অনুমান। ন্যায় অনুমান, ন্যায় শৃঙ্খল ইত্যাদি হল মাধ্যম অনুমানের উদাহরণ।

মাধ্যম ও অমাধ্যম অনুমানের প্রভেদ নিম্নরূপঃ (১) অমাধ্যম অনুমানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত সরাসরি নিঃসৃত হয়। কিন্তু, মাধ্যম অনুমানে দুটি যুক্তিবাক্য থেকে সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। (২) অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্য কোনো বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকেনা। কিন্তু মাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে। (৩) আবর্তন, বিবর্তন, বিরোধানুমান ইত্যাদি হল অমাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। ন্যায় অনুমান, ন্যায় শৃঙ্খল ইত্যাদি হল মাধ্যম অনুমানের উদাহরণ। (৪) অমাধ্যম অনুমানে দুটি পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়ঃ উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ। কিন্তু মাধ্যম অনুমানে তিনটি পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়ঃ পক্ষ পদ বা অপ্রধান পদ, সাধ্য পদ বা প্রধান পদ এবং হেতু পদ বা মধ্য পদ।

আবর্তনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রকার হলো নিষেধমূলক আবর্তন সাধারণত O বচনের আবর্তন হয় না কেননা সেক্ষেত্রে আবর্তনের বৈধতার নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। কোনো কোনো তর্কবিধানী একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে O বচনের আবর্তনের কথা বলেন। এক্ষেত্রে O

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

বচনের নঞর্থক চিহ্নটিকে বিধেয় পদের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং বচনটিকে আবর্তন করা হয়। নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে O বচনের নিষেধমূলক আবর্তনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলঃ

আবর্তনীয়ঃ কোনো কোনো মানুষ নয় কবি (O)

কোনো কোনো মানুষ হয় অ-কবি (I)

আবর্তিতঃ সুতরাং, কোনো কোনো অ-কবি হয় মানুষ (I)

উপরের নিষেধমূলক আবর্তনটি অবৈধ কেননা এখানে আবর্তনের বৈধতার নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। আবর্তনের নিয়ম অনুসারে যুক্তিবাক্যের বিধেয় সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এখানে যুক্তিবাক্যের বিধেয় 'কবি'র বিরুদ্ধ পদ 'অ-কবি' সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হয়েছে। এছাড়াও আবর্তনের বৈধতার আরেকটি নিয়মে বলা হয়েছে যে, যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের গুণ অভিন্ন হয়। কিন্তু এখানে যুক্তিবাক্য হল নঞর্থক এবং সিদ্ধান্ত হল সদর্থক। এইভাবে আবর্তনের বৈধতার দুটি নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ায় নিষেধমূলক আবর্তন অবৈধ হয়েছে।

অথবা, (i) বিবর্তনকে কেন অমাধ্যম অনুমান বলা হয়?

উত্তরঃ বিবর্তনকে অমাধ্যম অনুমান বলা হয় কারণ এখানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য অর্থাৎ বিবর্তনীয় থেকে সরাসরি সিদ্ধান্তটি অর্থাৎ বিবর্তিত নিঃসৃত হয়। এখানে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্যকোনো বাক্য মাধ্যম হিসাবে উপস্থিত থাকে না।

(ii) নীচের বাক্যগুলিকে আদর্শ আকারে রূপান্তরিত করে তাদের বিবর্তনের আবর্তন করোঃ $\{(1+1) \times 3\}$

(অ) P-ই কেবল (হতে পারে)।

উত্তরঃ L.F. সকল P হয় S (A)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো P নয় অ-S (E)

সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ কোনো অ-S নয় P (E)

(আ) কোনো কিছুই যুগপৎ উত্তেজক ও নিরাপদ নয়।

L.F. কোনো উত্তেজক বস্তু নয় নিরাপদ বস্তু (E)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ সকল উত্তেজক বস্তু হয় অনিরাপদ বস্তু (A)

সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ কোনো কোনো অনিরাপদ বস্তু হয় উত্তেজক বস্তু (I)

(ই) দয়ালু চিকিৎসক আছেন।

L.F. কোনো কোনো চিকিৎসক হয় দয়ালু ব্যক্তি (I)

সুতরাং, বিবর্তিতঃ কোনো কোনো চিকিৎসক নয় অ-দয়ালু ব্যক্তি (O)

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সুতরাং, বিবর্তিতের আবর্তিতঃ O বচনের আবর্তন সম্ভব নয়, তাই প্রদত্ত বচনের বিবর্তনের আবর্তন সম্ভব হয়।

c) নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিকে আদর্শ আকারে পরিণত করে তাদের মূর্তি ও সংস্থান উল্লেখ করো ও বৈধতা বিচার করোঃ 8+8

(i) কলকাতা ভারতের অন্তর্গত, দুবাই ভারতের অন্তর্গত নয়। সুতরাং দুবাই কলকাতার অন্তর্গত নয়।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ কলকাতা হয় ভারতের অন্তর্গত স্থান (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ দুবাই নয় ভারতের অন্তর্গত স্থান (A)

সিদ্ধান্তঃ দুবাই নয় কলকাতার অন্তর্গত স্থান (A)

সংস্থানঃ দ্বিতীয়, মূর্তিঃ AAA

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি হল অবৈধ, কেননা এখানে ন্যায় অনুমানের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। বৈধতার ঐ নিয়ম অনুসারে “একটি ন্যায় অনুমানে কেবল তিনটিই পদ থাকবে, বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু এই ন্যায় অনুমানে তিনটির পরিবর্তে চারটি পদ আছে। যেগুলি হলঃ (১) কলকাতা, (২) ভারতের অন্তর্গত স্থান, (৩) দুবাই এবং (৪) কলকাতার অন্তর্গত স্থান। এইভাবে ন্যায়ের বৈধতার নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ায় ন্যায়টি অবৈধ হয়েছে এবং তাতে চতুষ্পদী দোষ দেখা দিয়েছে।

(ii) কোনো মাছ পাখি নয়; কারণ মাছেরা সরীসৃপ নয় এবং কোনো সরীসৃপ পাখি নয়।

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটির যুক্তিবিধানসম্মত আকারঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো সরীসৃপ নয় পাখি (E)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো মাছ নয় সরীসৃপ (E)

সিদ্ধান্তঃ কোনো মাছ নয় পাখি (E)।

সংস্থানঃ প্রথম, মূর্তিঃ EEE

প্রদত্ত ন্যায় অনুমানটি অবৈধ, কেননা এখানে ন্যায় অনুমানের বৈধতার একটি নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। বৈধতার ঐ নিয়মে বলা হয়েছে যে, “দুটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে তার থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না” এই যুক্তিটিতে প্রধান এবং অপ্রধান — এই দুটি যুক্তিবাক্যই সামান্য নঞর্থক। এইভাবে ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়ার জন্য যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে এবং এখানে নঞর্থক যুক্তিবাক্য জনিত দোষ দেখা দিয়েছে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

অথবা, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উপযুক্ত উদাহরণ-সহকারে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ

8+8

(i) নিরপেক্ষ ন্যায়।

উত্তরঃ যে অবরোহমূলক মাধ্যম অনুমানে দুটি পরস্পর সংযুক্ত যুক্তিবাক্য থেকে এমন একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যতার সাথে নিঃসৃত হয় যেখানে যুক্তিবাক্যটি সিদ্ধান্তের থেকে হয় বেশি ব্যাপক হবে অথবা যুক্তিবাক্যের সাথে সমব্যাপক হবে সেই অনুমানকে বলে ন্যায় অনুমান। এখানে প্রথম যুক্তিবাক্যকে বলে প্রধান যুক্তিবাক্য, দ্বিতীয় যুক্তিবাক্যকে বলে অপ্রধান যুক্তিবাক্য এবং তৃতীয় বাক্যকে বলে সিদ্ধান্ত। প্রধান যুক্তিবাক্যে থাকে প্রধান পদ বা সাধ্য পদ এবং হেতু পদ। অপ্রধান যুক্তিবাক্যে থাকে অপ্রধান পদ বা পক্ষ পদ এবং হেতু পদ। সিদ্ধান্তে থাকে পক্ষ পদ এবং সাধ্য পদ। সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য পদকে বলে পক্ষ পদ বা অপ্রধান পদ এবং সিদ্ধান্তের বিধেয় পদ হল সাধ্য পদ বা প্রধান পদ। যে পদ দুটি যুক্তিবাক্যে থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তে থাকে না তাকে বলে হেতু পদ। সাধ্য পদকে P দ্বারা, পক্ষ পদকে S দ্বারা এবং হেতু পদকে M দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। হেতু পদ একটি ন্যায় অনুমানে উপস্থিত থেকে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকে। একটি উদাহরণ দিয়ে ন্যায় অনুমানকে ব্যাখ্যা করা হলোঃ

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ রামবাবু হন মানুষ (A)

সিদ্ধান্তঃ রামবাবু হন মরণশীল জীব (A)

উপরের অনুমানটি হল নিরপেক্ষ ন্যায় অনুমান, কেননা এখানে সিদ্ধান্তটি নিঃসৃত হয়েছে দুটি যুক্তিবাক্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে। এখানে পক্ষপদ হল ‘রামবাবু, সাধ্যপদ হল ‘মরণশীল জীব এবং হেতুপদ হল ‘মানুষ’। সিদ্ধান্তটি প্রধান যুক্তিবাক্য থেকে কমব্যাপক এবং সিদ্ধান্তটি অপ্রধান যুক্তিবাক্যের সাথে সমব্যাপক এবং দুটি যুক্তিবাক্য থেকে সম্মিলিতভাবে নিঃসৃত হয়েছে যুক্তির সিদ্ধান্ত।

(ii) অবৈধ পক্ষ দোষ।

উত্তরঃ নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতার একটি নিয়ম অনুসারে যে পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়নি সেটি সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না’ উক্ত এই নিয়মটি পক্ষপদ এবং সাধ্যপদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কোনো ন্যায় অনুমানে যদি দেখা যায় যে পক্ষ পদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে তবে যে দোষ ঘটে তার নাম অবৈধ পক্ষ দোষ। যেমন,

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

প্রধান যুক্তিবাক্যঃ সকল কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি হয় প্রকৃত শিল্পী (A)

অপ্রধান যুক্তিবাক্যঃ কোনো কোনো মানুষ হয় কল্পনাপ্রবণ (I)

সিদ্ধান্তঃ কোনো মানুষ নয় প্রকৃত শিল্পী (E)

উপরের অনুমানটিতে অবৈধ পক্ষ দোষ দেখা দিয়েছে কেননা এখানে পক্ষপদ 'মানুষ' সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হলেও পক্ষ বা অপ্রধান যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য হয়নি। এইভাবে উপরের নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই এখানে অবৈধ পক্ষদোষ দেখা দিয়েছে।

d) মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতিটি আলোচনা করোঃ সংজ্ঞা, আকার, দৃষ্টান্ত, সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)। ১+২+১+২+২

উত্তরঃ মিল তাঁর A System of Logic গ্রন্থে সহপরিবর্তন পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, “কোনো ঘটনার পরিবর্তনের সঙ্গে যদি অন্য কোনো ঘটনা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহলে প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার কারণ বা কার্য হবে, অথবা ওই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকবে।”

সহপরিবর্তন পদ্ধতির সাংকেতিক আকারঃ

পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
ABC	abc
A ₁ BC	a ₁ bc
A ₂ BC	a ₂ bc
A ₃ BC	a ₃ bc

সুতরাং, A এবং a-র মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

সহপরিবর্তন পদ্ধতির বাস্তব উদাহরণঃ

- (১) একমুখী বা সমমুখী পরিবর্তনঃ উত্তাপ যতই বৃদ্ধি পায় তাপমান যন্ত্রের পারদ ততই প্রসারিত হয়। অতএব, উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে পারদের প্রসারিত হওয়ার কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।
- (২) বিপরীতমুখী পরিবর্তনঃ পণ্য দ্রব্যের যোগান যতই বৃদ্ধি পায় পণ্য দ্রব্যের দাম ততই হ্রাস পায়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা হল যে, পণ্য দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির সাথে পণ্য দ্রব্যের দাম হ্রাসের একটি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

সহপরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধাসমূহঃ (ক) স্থায়ী কারণ'-এর ক্ষেত্রে যেখানে অন্যান্য আরোহী পদ্ধতি, সেখানে সহপরিবর্তন পদ্ধতির সাহায্যেই কার্যকারণের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। উত্তাপ, মহাকর্ষশক্তি, বায়ুচাপ ইত্যাদি স্থায়ী কারণের অপসারণ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

সম্ভব নয় বলে অন্যান্য অপসারণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে এসব স্থায়ী কারণের কার্য নিৰ্ণয় করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক নিৰ্ণয়ের জন্য সহপরিবর্তন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়।

(খ) এই পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যায়। ব্যতিরেকী পদ্ধতির মধ্যে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নিৰ্ণয় করা গেলেও তাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক নিৰ্ণয় করা যায় না। কার্য ও কারণ-এর মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ক নিৰ্ণয় করার জন্য সহপরিবর্তন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হয়। এজন্যই এই পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক বলা হয়।

সহপরিবর্তন পদ্ধতির অসুবিধাসমূহঃ (ক) দুটি ঘটনার পরিমাণগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তন পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা গেলেও তাদের মধ্যে গুণগত বা জাতিগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যায় না।

(খ) অন্যান্য আরোহী পদ্ধতির মতো এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ। পরিমাণগত পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না তেমনি পরিমাণগত পরিবর্তনের একটি সীমার মধ্যেই এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়সেই সীমার উপরে বা নীচে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা যায় না।

অথবা, “একটি বায়ু শূন্য স্থানে কখনও ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় না। সুতরাং, বায়ুর উপস্থিতি শব্দ শোনার কারণ।” — ওপরের দৃষ্টান্তে কোনপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে? সেটি ব্যাখ্যা করো। চিহ্নিতকরণ, সংজ্ঞা, আকার সুবিধা (দুটি), অসুবিধা (দুটি)।

১+২+১+২+২

উত্তরঃ প্রদত্ত দৃষ্টান্তে মিলের ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে।

বাকী অংশের উত্তরের জন্য ২০১৭ সালের প্রশ্নের উত্তর দেখো।

e) নীচের আরোহ যুক্তিগলি বিচার করো এবং কোনো দোষ থাকলে তা উল্লেখ করোঃ ৪+৪

(i) কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশদূষণও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পরিবেশ দূষণের কারণ। উত্তরঃ আলোচ্য অনুমানটিতে মিলের সহপরিবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে কলকাতার জনসংখ্যা এবং অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে পরিবেশ দূষণ’ —এই দুটি বিষয়ের একত্র বৃদ্ধি লক্ষ্য করে সহপরিবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই পরিবেশ দূষণের কারণ। তবে বাস্তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশদূষণ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে না। এটি সমগ্র কারণের একটি শর্ত হতে পারে মাত্রা পরিবেশ দূষণের জন্য

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

দায়ী এমন কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। ঐসব বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ না করে কেবল একটিমাত্র বিষয়কে ভ্রান্তিবশত সমগ্র কারণ বলে বিবেচনা করে সহপরিবর্তন পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করায় অনুমানের সিদ্ধান্তটি দোষদুষ্ট হয়েছে। এখানে যে দোষটি দেখা দিয়েছে তার নাম কারণের একটি শর্তকে সমগ্র কারণ বলে গণ্য করার দোষ।

(iii) বিষ পান করলে মৃত্যু ঘটে। সুতরাং বিষ পানই সকল মৃত্যুর কারণ।

উত্তরঃ আলোচ্য উদাহরণটিতে মিলের অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের কয়েকটি দৃষ্টান্তে দেখা গেল যে, পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে ‘বিষপান’ এবং অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে ‘মৃত্যু’ উপস্থিত রয়েছে। এই কয়েকটি দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণ থেকে অহেতুক দ্রুততার সঙ্গে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে বিষ পানই সকল মৃত্যুর কারণ। কিন্তু এক্ষেত্রে এমন বর্ধ মৃত্যুর দৃষ্টান্তের পর্যবেক্ষণকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা হয়েছে যেগুলি অন্য কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মৃত্যুর ঐসব দৃষ্টান্তগুলিকে পর্যবেক্ষণ না করে সিদ্ধান্ত করায় অনুমানের সিদ্ধান্তটি দোষদুষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে যে দোষ ঘটেছে তার নাম অপ্যবেক্ষণ দোষ উক্ত দোষ এছাড়াও এখানে যেহেতু কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে একটি সামান্য সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তাই সিদ্ধান্তে অবৈধ সামান্যিকরণ দোষ ঘটেছে বলা যায়।

অথবা, সংক্ষিপ্ত টীকা লেখোঃ

8+8

(i) সহকার্যকে কারণ হিসাবে গ্রহণ জনিত দোষ।

উত্তরঃ কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। অনেক সময় একটি কারণ থেকে একাধিক, বিশেষ করে দুটি, কার্য উৎপন্ন হয়। এমনক্ষেত্রে ভ্রান্তিবশত ওই দুটি কার্যের কোনো একটিকে আমরা অন্যটির কারণ হিসাবে অনুমান করি। এইরূপ অনুমানে সহকার্যের কোনো একটিকে অন্যটির কারণরূপে গ্রহণ জনিত দোষ দেখা দেয়। ঐসব ক্ষেত্রে পূর্ববর্তিতা-কেই আমরা কারণের একমাত্র লক্ষণ বলে মনে করি। কিন্তু কারণকে কেবল কার্যের পূর্ববর্তী হলেই হবে না, তাকে শর্তহীন-ও হতে হবে। নীচের উদাহরণের মাধ্যমে ঐই দোষকে ব্যাখ্যা করা হলঃ

রাত্রির পর দিন আসে; সুতরাং, রাত্রিই দিনের কারণ -ঐই যুক্তিতে সহকার্যকে কারণ হিসাবে গ্রহণ জনিত দোষ দেখা দিয়েছে। এখানে ‘নিয়ত পূর্ববর্তিতা’কে কারণের একমাত্র লক্ষণ বলে গণ্য করে রাত্রিকে দিনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনোটিই অন্যটির কারণ অথবা কার্য নয়, তারা উভয়েই একটি শর্ত নির্ভর এবং সেই শর্তটি হল — পৃথিবীর

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

আহ্নিক গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যই দিন এবং রাত্রি উৎপন্ন হয়। কাজেই, দিন ও রাত্রির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, তারা উভয়ই সহকার্য, পৃথিবীর আহ্নিকগতিরূপ কারণের সহকার্য।

(ii) কাকতালীয় দোষ।

উত্তরঃ কারণ হল কার্যের পূর্ববর্তী ঘটনা; কিন্তু যে-কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে কোনো কার্যের কারণ বলা যায় না। কারণ কারণকে হতে হবে নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। অসতর্কভাবে, অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণরূপে গণ্য করলে যে দোষ ঘটে তাকেই বলে কাকতালীয় দোষ। বন্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক সময় এমন দোষদৃষ্ট অনুমান করে থাকি। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে এই দোষ ঘটে থাকে। নীচের উদাহরণের সাহায্যে এই দোষ ব্যাখ্যা করা হলঃ

মাদুলি ধারণ করার পর তার রোগ সারল; সুতরাং, মাদুলি ধারণই তার রোগ সারার কারণ। -এই অনুমানটিতে কাকতালীয় দোষ দেখা দিয়েছে। মাদুলি ধারণ কোনোভাবেই রোগ সারার গ্রহণযোগ্য কারণ হতে পারে না। বাস্তবে মাদুলি ধারণ রোগ সারার পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও কোনোভাবেই নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা হতে পারে না। একটি বা কয়েকটি ক্ষেত্রে মাদুলি ধারণ রোগ সারার পূর্ববর্তী ঘটনা হলেও নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা নয়। অসতর্কভাবে একটি অনিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণরূপে গণ্য করার জন্য অনুমানটিতে কাকতালীয় দোষ দেখা দিয়েছে।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ডানদিকে নীচে প্রদত্ত বাক্সে লেখো : $1 \times 24 = 24$

(i) যদি কোনো অবরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য হয় তবে যুক্তিটি

- (a) অবশ্যই বৈধ হবে (b) অবশ্যই অবৈধ হবে
(c) বৈধ বা অবৈধ হবে (d) এদের কোনোটিই নয়

উ: (a) অবশ্যই বৈধ হবে

(ii) যে যুক্তিতে আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তাকে বলে

- (a) অবৈজ্ঞানিক আরোহ (b) বৈজ্ঞানিক আরোহ
(c) উপমা যুক্তি (d) অবরোহ যুক্তি

উ: (d) অবরোহ যুক্তি

(iii) আরোহ যুক্তির সিদ্ধান্ত সব সময়ই

- (a) সুনিশ্চিত (b) সম্ভাব্য
(c) সত্য (d) বৈধ

উ: (b) সম্ভাব্য

(iv) উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য হয়

- (a) সামান্য বচনের (b) বিশেষ বচনের
(c) সদর্থক বচনের (d) নঞর্থক বচনের।

উ: (d) নঞর্থক বচনের

(v) প্রতিটি নঞর্থক বচনের _____ পদটি অবশ্যই ব্যাপ্য হয়।

- (a) উদ্দেশ্য (b) বিধেয়
(c) উদ্দেশ্য ও বিধেয় (d) কোনোটিই নয়

উ: (b) বিধেয়

(vi) যদি E বচনটি মিথ্যা হয় তবে একই উদ্দেশ্য ও বিধেয়যুক্ত A বচনের সত্যমূল্য হবে

- (a) সত্য (b) স্ব-বিরোধী
(c) মিথ্যা (d) অনিশ্চিত

উ: (d) অনিশ্চিত

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(vii) একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় বিশিষ্ট দুটি সামান্য বচনের মধ্যে যে বিরোধিতা অবস্থান করে তাকে বলা হয়

- (a) বিপরীত বিরোধিতা (b) অধীন বিপরীত বিরোধিতা
(c) অসম বিরোধিতা (d) বিরুদ্ধ বিরোধিতা

উ: (a) বিপরীত বিরোধিতা

(viii) নিরপেক্ষ ন্যায়ের সংস্থানের সংখ্যা হল

- (a) দুই (b) তিন
(c) চার (d) পাঁচ

উ: (c) চার

(ix) পক্ষপদ পক্ষ আশ্রয়বাক্য ছাড়া অন্য যে স্থানে থাকে তা হল

- (a) সিদ্ধান্তের বিধেয় স্থানে (b) সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে
(c) সাধ্য আশ্রয় বাক্যের বিধেয় স্থানে (d) সাধ্য আশ্রয় বাক্যের উদ্দেশ্য স্থানে।

উ: (b) সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্থানে

(x) প্রাকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায় যুক্তির প্রধান আশ্রয় বাক্যটির অংশ দুটি হল

- (a) উদ্দেশ্য ও বিধেয় (b) আশ্রয় বাক্য ও সিদ্ধান্ত
(c) সংযোগী ও বিকল্প (d) পূর্বগ ও অনুগ

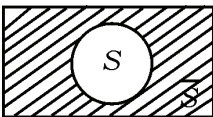
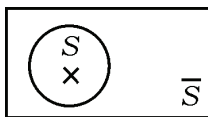
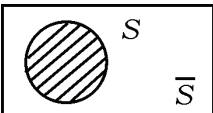
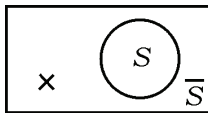
উ: (d) পূর্বগ ও অনুগ

(xi) 'p অথবা q, ~p / ∴ q' — এই যুক্তির আকারটি হল

- (a) বৈধ, M.P. (b) বৈধ, M.T.
(c) বৈধ, D.S. (d) বৈধ, H.S.

উ: (c) বৈধ, D.S.

(xii) অশূন্য বা সান্ত্বিক শ্রেণির ভেনচিত্রটি হল

- (a) 
- (b) 
- (c) 
- (d) 

উ: (b)

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xiii) “কোনো কোনো অ-S হয় P” — বচনটির বুলীয় ভাষ্য হল

- (a) $S\bar{P} \neq O$ (b) $SP \neq O$
(c) $\bar{S}\bar{P} \neq O$ (d) $\bar{S}P \neq O$

উ: (d) $\bar{S}P \neq O$

(xiv) যদি $p \vee q$ মিথ্যা হয় তাহলে $p = q$ -এর সত্যমূল্য হবে

- (a) মিথ্যা (b) সত্য
(c) অনিশ্চিত (d) স্ববিরোধী

উ: (b) সত্য

(xv) ‘ $p. \sim p$ ’ এই বচনাকারটি

- (a) স্বতঃসত্য (b) স্বতঃমিথ্যা
(c) আপাতিক (d) বৈধ

উ: (b) স্বতঃমিথ্যা

(xvi) কোনো সত্যাপেক্ষক যৌগিক বচনের সত্যমূল্য নির্ভর করে

- (a) শুধুমাত্র অঙ্গবচনের উপর (b) শুধুমাত্র যোজকের উপর
(c) অঙ্গবচন ও যোজকের উপর (d) এদের কোনোটিই নয়।

উ: (c) অঙ্গবচন ও যোজকের উপর

(xvii) সাদৃশ্য কোন অনুমানের ভিত্তি?

- (a) অবরোহ অনুমান (b) উপমা যুক্তি
(c) লৌকিক আরোহ (d) বৈজ্ঞানিক আরোহ

উ: (b) উপমা যুক্তি

(xviii) আরোহ অনুমানের সমস্যাটি হল

- (a) বৈধতা নির্ণয় (b) অবৈধতা নির্ণয়
(c) আকারগত সত্যতা নির্ণয় (d) সামান্যীকরণ

উ: (d) সামান্যীকরণ

(xix) আরোহ অনুমানের বস্তুগত ভিত্তি হল

- (a) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ (b) প্রকৃতির একরূপতা নীতি
(c) কার্য-কারণ নীতি (d) সামান্যীকরণ

উ: (a) পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xx) “পরিমাণের দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান” — একথা মনে করেন

- (a) মিল (b) কার্ভেথ রীড
(c) অ্যারিস্টটল (d) প্লেটো

উ: (b) কার্ভেথ রীড

(xxi) ‘ক’ হল ‘খ’-এর পর্যাপ্ত শর্ত — একথার অর্থ

- (a) যদি ক ঘটে তবে খ ঘটে (b) যদি খ ঘটে তবে ক ঘটে
(c) যদি ক না ঘটে তবে খ ঘটে না (d) যদি খ না ঘটে তবে ক ঘটে না

উ: (a) যদি ক ঘটে তবে খ ঘটে

(xxii) “ভেজা কাঠে অগ্নিসংযোগ ধূম সৃষ্টির কারণ” — এখানে ‘কারণ’ কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হল

- (a) পর্যাপ্ত শর্ত (b) আবশ্যিক শর্ত
(c) পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্ত (d) যৌক্তিক শর্ত।

উ: (c) পর্যাপ্ত ও আবশ্যিক শর্ত

(xxiii) দ্বৈত অক্ষয়ী পদ্ধতিটি হল

- (a) অক্ষয়ী পদ্ধতি (b) যুগ্ম পদ্ধতি
(c) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (d) ব্যতিরেকী পদ্ধতি

উ: (b) যুগ্ম পদ্ধতি

(xxiv) নিম্নোক্ত সাংকেতিক দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে মিলের যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল

পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
ABPO	abpq
ARST	arst
AUVX	auvx

∴ A হল a-এর কারণ।

- (a) অক্ষয়ী পদ্ধতি (b) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(c) সংযুক্ত পদ্ধতি (d) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি

উ: (a) অক্ষয়ী পদ্ধতি

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : $1 \times 16 = 16$

(i) যুক্তির বৈধতা বলতে কী বোঝায়?

উঃ যুক্তির বৈধতা বলতে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তের অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হওয়াকে বোঝায়। বৈধ যুক্তির আশ্রয়বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত কখনোই মিথ্যা হতে পারে না।

অথবা

একটি বৈধ অবরোধ যুক্তির উদাহরণ দাও যার আশ্রয়বাক্য মিথ্যা কিন্তু সিদ্ধান্ত সত্য।

উঃ উদাহরণটি হল—

(E) কোন বৃত্ত নয় গোলাকার ক্ষেত্র। (মিথ্যা)

(A) সকল ত্রিভুজ হয় বৃত্ত। (মিথ্যা)

(E) কোন ত্রিভুজ নয় গোলাকার ক্ষেত্র। (সত্য)

(ii) বচনের বিরোধিতার দুটি শর্ত কী কী?

উঃ বচনের বিরোধিতার দুটি শর্ত হল—

(a) উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ এক থাকবে,

(b) গুণ বা পরিমাণ বা গুণ ও পরিমাণ উভয়ের পার্থক্য থাকবে।

(iii) বিপরীত বিরোধিতা ও বিরুদ্ধ বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য করো।

উঃ বিপরীত বিরোধিতার সম্পর্ক হল দুটি সামান্য বচনের সম্পর্ক অপরদিকে, বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্ক হল একটি সামান্য বচন এবং একটি বিশেষ বচনের মধ্যে সম্পর্ক।

অথবা

যদি 'A' বচন সত্য হয় তবে এর বিরুদ্ধ বচনের অসম বিরোধী বচনের সত্যমূল্য কী হবে?

উঃ যদি 'A' বচন সত্য হয় তবে এর বিরুদ্ধ বচনের অসম বিরোধী বচনের সত্যমূল্য হবে মিথ্যা।

(iv) আবর্তনের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি কী?

উঃ আবর্তনের ব্যাপ্যতা সংক্রান্ত নিয়মটি হল, 'যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য নয় তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারে না।

অথবা

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

‘A’ বচনের সরল আবর্তনের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দাও।

উঃ A – সকল বৃক্ষ হয় উদ্ভিদ। – আবর্তনীয়

∴ A – সকল উদ্ভিদ হয় বৃক্ষ। – আবর্তিত

(v) ‘বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ’ কখন ঘটে?

উঃ বৈকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায়ের প্রধান আশ্রয়বাক্যের একটি বিকল্পকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে স্বীকার করে অপর বিকল্পকে সিদ্ধান্তে অস্বীকার করা হলে ‘বিকল্প পরিগ্রহণ দোষ’ ঘটে।

অথবা

গঠনমূলক প্রাকল্পিক ন্যায়ের (M.P.) একটি উদাহরণ দাও।

উঃ উদাহরণঃ যদি ভালো বৃষ্টিপাত হয় তাহলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়।

ভালো বৃষ্টিপাত হবে।

∴ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে।

(vi) বৈধতা / অবৈধতা নির্ণয় করো :

হয় পাখিটি কাক অথবা কোকিল। পাখিটি কাক নয় কারণ পাখিটি কোকিল।

উঃ আদর্শ আকারঃ

হয় পাখিটি কাক অথবা কোকিল

পাখিটি কোকিল।

∴ পাখিটি কাক নয়।

উপরিউক্ত বৈকল্পিক ন্যায়টি ‘বিসংবাদী’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটি বৈধ বৈকল্পিক নিরপেক্ষ ন্যায়।

(vii) গ্রাহক কী?

উঃ যে প্রতীক দিয়ে যৌগিক বচনের আপ্তবাক্যকে প্রতিস্থাপন করা হয় তা হল গ্রাহক।

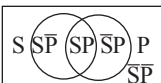
অথবা

‘পরিপূরক শ্রেণি’ বলতে কী বোঝায়?

উঃ মূল শ্রেণির বিরুদ্ধ শ্রেণিকে মূল শ্রেণির পরিপূরক শ্রেণি বলা হয়।

(viii) ভেনচিত্রে দুটি পরস্পরছেদি বৃত্ত কয়টি শ্রেণিকে নির্দেশ করে?

উঃ



চারটি শ্রেণিকে নির্দেশ করে, সেগুলি হল— $S\bar{P}$ SP $\bar{S}P$ এবং $\bar{S}\bar{P}$ ।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

- (ix) প্রদত্ত বাক্যটিকে প্রতীকায়িত করো এবং তার অনুসারী সত্যসারণী গঠন করো :
এমন নয় যে, রাম যাবে।

উঃ এমন নয় যে, রাম যাবে
ধরি, রাম যাবে = P
বচনাকার : $\sim P$
সত্যসারণী :

P	$\sim P$
T	F
F	T

- (x) নিবেশন দৃষ্টান্ত কাকে বলে ?

উঃ একটি বচনাকার থেকে প্রাপ্ত এক বা একাধিক বচনকে বলা হয় ঐ আকারের নিবেশন দৃষ্টান্ত। যেমন— P এই আণবিক বচনাকার থেকে ‘রাম হয় মরণশীল’, ‘শ্যাম হয় মেধাবী’ ইত্যাদি বচন পাওয়া যেতে পারে।

অথবা

সত্যসারণির সাহায্যে ‘ \supset ’ ধ্রুবকের সংজ্ঞা দাও।

উঃ

P	$\sim P$	$P \supset \sim P$
T	F	F
F	T	T

যে ধ্রুবক দ্বারা গঠিত বচনাকারের পূর্বগ সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হলে সমগ্র বচনাকারটি মিথ্যা হয়, এছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রে সত্য হয় সেই ধ্রুবক হল ‘ \supset ’।

- (xi) ‘আরোহমূলক লাফ’ কী ?

উঃ আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে বা বিশেষের জ্ঞান থেকে সামান্যের জ্ঞানে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াই হল ‘আরোহমূলক লাফ’।

অথবা

আরোহ অনুমানের আকারগত ভিত্তি কী কী ?

উঃ আরোহ অনুমানের আকারগত ভিত্তি হল— ১) কার্যকারণ সম্পর্ক ও ২) প্রকৃতির একরূপতা নীতি।

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

(xii) মন্দ উপমায়ুক্তির একটি উদাহরণ দাও।

উঃ উদাহরণঃ শ্যামও লম্বা এবং শক্তিশালী।

রাম অঙ্কে পারদর্শী।

∴ শ্যামও অঙ্কে পারদর্শী হবে।

(xiii) অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানকে লৌকিক আরোহ বলা হয় কেন?

উঃ অবৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় না করেই কেবলমাত্র অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে সার্বিক সংশ্লেষক বচনকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গঠন করে থাকে, তাই একে লৌকিক আরোহ বলা হয়।

(xiv) মিল ‘স্থায়ী কারণ’ বলতে কী বলেছেন?

উঃ যে কারণকে অপসারণ বা বর্জন করা যায় না, তা হল স্থায়ী কারণ। যেমন— বস্তুর তাপ হল স্থায়ী কারণ।

অথবা

“সুইচ অন করা পাখা চলার কারণ।” — এক্ষেত্রে ‘কারণ’ শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উঃ ‘সুইচ অন করা পাখা চলার কারণ’ – এক্ষেত্রে ‘কারণ’ শব্দটি আবশ্যিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(xv) বহুকারণবাদের একটি অসুবিধা উল্লেখ করো।

উঃ বহুকারণবাদের একটি অসুবিধা হল, এই মতটি গ্রহণ করলে কারণকে কখনোই অপরিবর্তনীয় ও শর্তান্তরহীন রূপে গণ্য করা যায় না।

(xvi) আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত হিসেবে কারণের একটি দৃষ্টান্ত দাও।

উঃ ভিজে জ্বালানিতে অগ্নিসংযোগ ধোঁয়ার আবশ্যিক পর্যাপ্ত শর্ত।

Price : ₹ 40/- only